বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল
১৭ আগস্ট ২০১৬

প্রকাশনায়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd

প্রচ্ছদ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মুদ্রণ
বি. জি. প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের সমগ্র পল্লী এলাকার, বিশেষ করে পশ্চাদপদ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ বিভাগের কার্যক্রম সুবিস্তৃত। সরকারের নীতিমালা, অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকারসমূহের আলোকে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ‘একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প’ এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, বাপার্ড এবং আরডিএ একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে। আমি আশা করি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অধিকতর যত্নবান হবে এবং ২০১৪-২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্য অর্জনসহ অন্যান্য বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে কাঙ্খিত অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিভাগের কর্মকান্ড ও হালনাগাদ তথ্য সকলকে অবহিত করতে সহায়তা করবে পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। ২০১৪-২০১৫ সালের প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ অনেক চড়াই-উতরাই তথা অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বেশ কয়েকবৎসর যাবৎ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

বর্তমান সরকার- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত সুখীসমৃদ্ধ ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার** নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম বৃহৎ কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত ''একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে দেয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যম্যে কর্মসংস্থান, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে- যা দেশের উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক এ প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক বিষয় অবহিত করতে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি)

এম এ কাদের সরকার
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। সরকারের ''ভিশন ২০২১'' এ বর্ণিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং ২০০৯-২০১০ সাল থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে দেশকে দরিদ্রমুক্ত এবং স্ব-নির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রতি বছর তার কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫ প্রণীত হল। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রকাশনাটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকান্ড প্রচারে অবদান রাখবে এবং এ বিভাগের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

(এম এ কাদের সরকার)

সম্পাদনা পর্ষদ

জনাব আশরাফুল মোসাদ্দেক যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	আহবায়ক
জনাব সৈয়দ আবদুল মমিন যুগ্মসচিব (প্রতিষ্ঠান-২), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন মোল্লা যুগ্মসচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ আফজাল হোসেন যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-২), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ হাবিবুল ইসলাম উপসচিব (প্রশাসন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব এস এম শাকিল আখতার উপপ্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী প্রোগ্রামার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য-সচিব

সম্পাদকীয়

সকলের সম্মিলিত মেধা, শ্রম ও মননে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। এ ব্যাপারে যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিবাদন জানানো হচ্ছে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সন্মানিত সচিব মহোদয়গণের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

মোট ৪টি অধ্যায়ে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনসহ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন এবং সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে যা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সুধীজনের নিকট সমাদৃত হবে।

(আশরাফুল মোসাদ্দেক)

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র**	
১.১	পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন	২
১.২	বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন	২
২.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ**	
২.১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট	৫
২.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী	৫
২.৩	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য	৫
২.৪	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট	৬
২.৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	৭
৩.	**২০০১৩-২০১৪ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	
৩.১	প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৯
৩.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ	৯
	৩.২.১ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	৯
	৩.২.২ ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প	১৫
	৩.২.৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) প্রকল্প	১৬
	৩.২.৪ যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) প্রকল্প	১৬
৩.৩	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১৭
৪.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা**	
৪.১	সমবায় অধিদপ্তর	২২
	৪.১.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)	২৯
	৪.১.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	৩৪
৪.২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	৩৮
৪.৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৪১
৪.৪	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	৪৯
৪.৫	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)	৭৩
৪.৬	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	৭৫
৪.৭	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	৮০

১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র

১.১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের অবস্থানও পল্লী অঞ্চলে। ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকায়ন পল্লীর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির মধ্যে যে সকল বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ ক) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নে নিয়েজিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; খ) মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; গ) ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ; ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ; ঙ) পল্লীর জনগণের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি; চ) প্রতিটি বাড়ি ও গ্রামের প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা; ছ) প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীণ কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমী পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে কুমিল্লা মডেল উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এ সকল উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। সম্প্রতি বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

১.২ বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে বিধ্বস্থ কৃষি ও ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, কৃষকরা মহাজনী শোষণমূলক ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সহজ শর্তে ঋণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিবেদনে ঋণ সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণ চালুর সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে বহুমুখী সমবায় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি চালু করে। এর মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে ৩২,০০০ প্রাথমিক সমিতি ছিল যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষি সমবায় সমিতি। ষাটের দশকের কুমিল্লায় বার্ড কর্তৃক দ্বি-স্তর সমবায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আঙ্গিকের সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়। কুমিল্লার দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য

উৎপাদন বৃদ্ধির নজির স্থাপিত হওয়ায় সরকার এ মডেল সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়। সত্তরের দশকে আইআরডিপি এবং ৮০ এর দশকে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ মডেল দ্রুততার সাথে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

দ্বি-স্তর সমবায়কে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রথমে বার্ড এবং পরবর্তীতে বার্ড ও আরডিএ যৌথভাবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করে একটি নতুন মডেল উদ্ভাবন করে। সমবায়ের নবতর সংস্করণ সিভিডিপি জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, স্থানীয় পুঁজি সৃষ্টি ও ব্যবহার, স্থানীয় পুঁজি থেকে ঋণের যোগান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদির সমন্বয়ে সিভিডিপি এক ব্যতিক্রমধর্মী সমবায় মডেল। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বার্ড, কুমিল্লা; বিআরডিবি; আরডিএ, বগুড়া; এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দু'টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, অপরটি স্থানীয় সরকার বিভাগ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচলনা, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহদান, পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা।

২.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী

১. পল্লী উন্নয়ন নীতি, সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন;
২. পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায় ব্যাংক, সমবায় বীমা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ ও বিপণন, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
৪. সমবায়ীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা;
৫. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক নিত্য-নতুন মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন;
৬. সমবায়ের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান।

২.৩. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,
২. পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন,
৩. পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি,
৫. গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং ফলাফল সম্প্রসারণ। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অর্জনে অবদান রাখার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় নিম্নরূপ আরও পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য যোগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে-

৬. জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন,

৭. অফিসের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ,

৮. ক্ষুদ্র ঋণ ও উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজার-সংযোগ (Marketing Linkage) সৃষ্টি,

৯. খাদ্য পুষ্টির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দুগ্ধ উৎপাদন,

১০. সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

২.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট

গত অর্থ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সর্বমোট বাজেট বরাদ্ধ ছিল ১৬০৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা যা ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের তুলনায় বেশি। অনুন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ৩৩৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১২৬৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	রাজস্ব বাজেট
০১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সচিবালয়	১০০০ কোটি ৯৩ লক্ষ ১৭ হাজার
০২.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	২৪৯ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার
০৩.	সমবায় অধিদপ্তর	১৪৮ কোটি ২৩ লক্ষ ৯৮ হাজার
০৪.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	১০৬ কোটি ৭ লক্ষ
০৫.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	১১ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৪ হাজার
০৬.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	২৬ কোটি ৪২ লক্ষ ১৪ হাজার
০৭.	অন্যান্য	৬১ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার

২.৫ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

জনবল

	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট
১ম শ্রেণীঃ	২৩ জন	০৫ জন	২৮ জন
২য় শ্রেণীঃ	১৮ জন	০৫ জন	২৩ জন
৩য় শ্রেণীঃ	২৬ জন	০২ জন	২৮ জন
৪র্থ শ্রেণীঃ	২২ জন	০৫ জন	২৭ জন
		সর্বমোট	১০৬ জন

গাড়ী ও সরঞ্জামাদির তালিকা

গাড়ীঃ	**বর্তমান**	**প্রস্তাবিত**	**মোট**
(ক) কারঃ	০৩ টি	০১ টি	০৪ টি
(খ) জীপঃ	-	০১ টি	০১ টি
(গ) মাইক্রোবাসঃ	০২ টি	০১ টি	০৩ টি
(ঘ) মটর সাইকেলঃ	০১ টি	-	০১ টি

সরঞ্জামাদিঃ	**বর্তমান**	**প্রস্তাবিত**	**মোট**
(ক) ফটোকপিঃ	০৪ টি	০২ টি	০৬ টি
(খ) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরঃ	০১ টি	-	০১ টি
(গ) কম্পিউটারঃ	২১ টি	১৩ টি	৩৪ টি
(ঘ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রঃ	০৮ টি	০৬ টি	১৪ টি

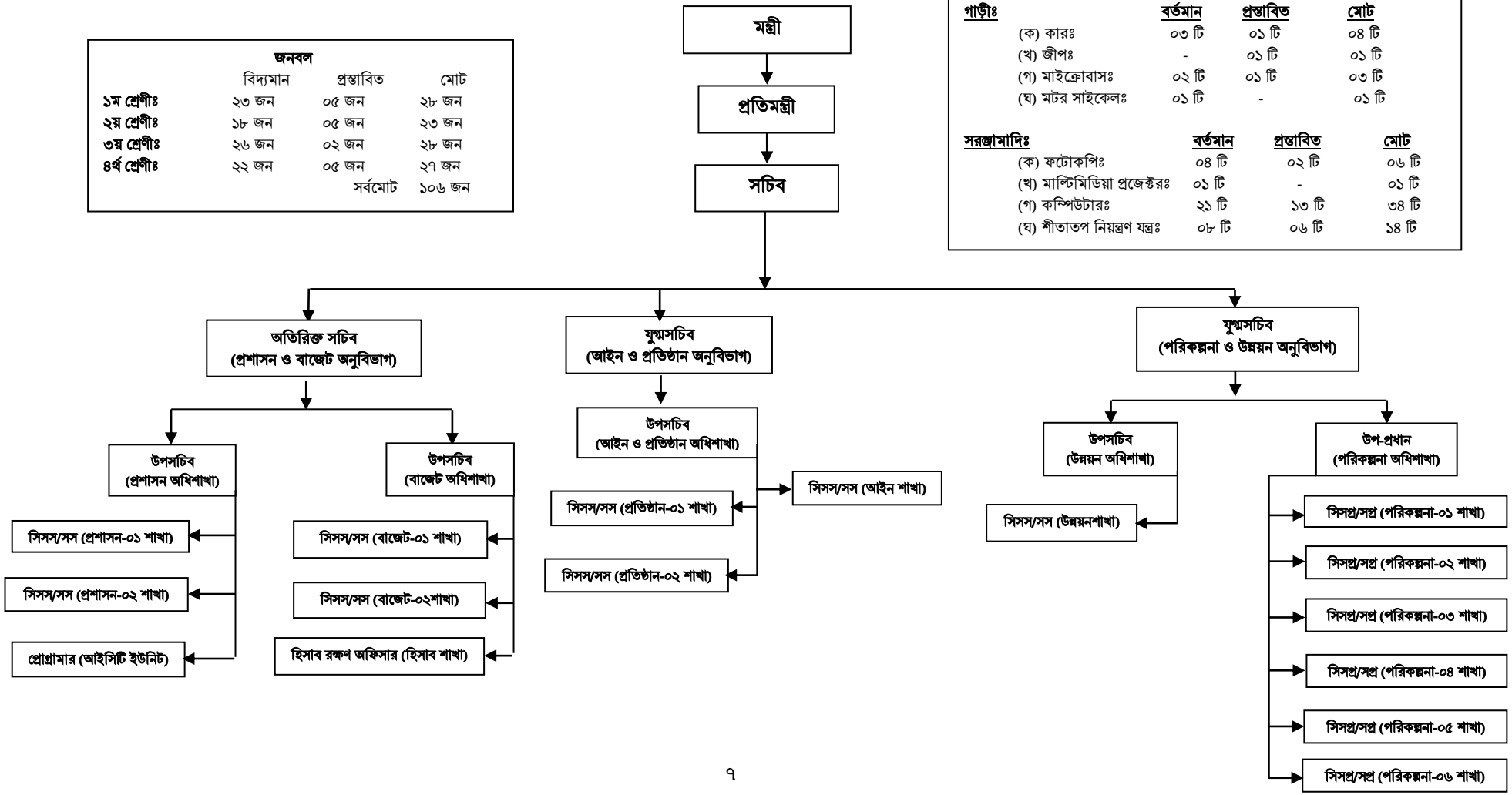

৩

২০১৪-২০১৫ সালে
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

২০১৪-১৫ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কৌশল হিসেবে কৃষি ও পল্লী জীবনের গতিশীলতা আনায়নের জন্য হতদরিদ্রদের মাঝে নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃতির লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যসীমার হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০১৩ সালে হবে ৪.৫কোটি এবং ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত প্রকল্প "একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প সমূহের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩.১ প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. প্রশাসনিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়ন

প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অত্র বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের ICT সংক্রান্ত সেল গঠন করা হয়েছে। ICT সেল গঠিত হওয়ায় কর্মদক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যাশনাল পোর্টালের আদলে এ বিভাগের ওয়েব সাইটের সকল তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। তাছাড়া মামলার ডাটাবেইজের মাধ্যমে অধিক তথ্য সহজ লভ্য করা ও তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ই-গভারনেন্স কর্মসূচির মাধ্যমে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তথ্য প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ই-ফাইলিং চালুর জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, স্ক্যানার, লেজার প্রিন্টারসহ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

খ. বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির প্রসার

অবাধ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষে বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগসহ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট উম্মুক্ত করা হয়েছে। ওয়েব সাইটসমূহ নিয়মিত আপডেট এর মাধ্যমে জন সাধারণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গ. শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০১৪-২০১৫ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং ৮ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের শূন্যপদ পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রকল্পসমূহ

৩.২.১. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত "দিন বদলের সনদ" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন অন্যতম। নির্বাচনী ইস্তেহার এবং রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনাসহ "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার বিষয়ে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ অঙ্গীকারের আলোকে বর্তমান সরকার স্থানীয় সম্পদ, সময় ও মানবশক্তি/সত্ত্বার সর্বোত্তম ব্যবহার তথা জীবিকায়নের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে (জুন/২০১৫) প্রকল্পের আওতায় ২১.১৭ লক্ষের অধিক দরিদ্র পরিবার উপকৃত হচ্ছেন। তাঁদের আয়বৃদ্ধিসহ দারিদ্র্যমুক্তি ঘটতে শুরু করেছে।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ।
মোট বরাদ্দ : ৩,১৬২ কোটি টাকা।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি পরিবারের মানব ও স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আয়বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

ক) প্রতি গ্রাম থেকে ৬০টি দরিদ্র পরিবার বাছাই করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা।

খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়মুখি করে তাদের পুঁজি গঠনের জন্য প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে তাদের নিজস্ব সঞ্চয়েরবিপরীতে প্রকল্প থেকে মাসে ২০০ টাকা হিসেবে বছরে ২৪০০ টাকা অনুদান প্রদান করা।

গ) সমিতি প্রতি বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সুদবিহীন ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদান করা।

ঘ) ব্যক্তি সঞ্চয়, প্রকল্প হতে প্রদানকৃত উৎসাহ বোনাস এবং ঘূর্ণায়মান স্থায়ী তহবিল মিলে দুই বছরে প্রতিটি গ্রাম সমিতিতে ৯.০০ লক্ষ টাকার স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলা।

ঙ) সমিতির সভাপতি/ম্যানেজার/সদস্যদের প্রয়োজনানুযায়ী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

চ) উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান স্থায়ী তহবিল ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজনানুসারে প্রকল্প গ্রহণ করে মৎস্যচাষ, পশুপালন, নার্সারি, হাঁস-মুরগি পালনসহ লাগসই পেশাভিত্তিক জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

ছ) এলাকার অনিবাসী ভূমি মালিকের অব্যবহৃত/পড়ে থাকা জমিজমা সমিতির আওতায় চাষাবাদ ও তা সংরক্ষণ করা।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী

জুন, ২০১৬ সালের মধ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলার ৪৫০৩ টি ইউনিয়নের ৪০৫২৭ টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে একটি করে মোট ৪০৫২৭টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে ২৪ লক্ষের অধিক পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪ জেলার সকল ইউনিয়নের অনুরুপ ১ (এক) কোটি দরিদ্র পরিবারের ৫ কোটি মানুষকে প্রকল্পভুক্ত করা হবে।

২য় সংশোধিত পর্যায় (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

প্রকল্পের ১ম সংশোধিত পর্যায়ের অর্জিত সাফল্য ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনায় গত ৩০/৭/২০১৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি দেশের ৪৮৫টি উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে মোট ৪০,৫২৭ টি গ্রামে সম্প্রসারণের জন্য ২য় সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেন।

- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত সময় জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ সাল এবং প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করা হয় মোট ৩,১৬২ কোটি টাকা।
- সংশোধিত প্রস্তাবে ৬৪ জেলার ৪৮৫ টি উপজেলায় ৪৫০৩ টি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে ১টি করে মোট ৪০,৫২৭ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে মোট ২৪.৩১ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।
- জুন, ২০১৫ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৪০,৩১৬ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে।
- প্রকল্পভুক্ত ২১.১৭ লক্ষ উপকারভোগীর ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত মোট ৪.১৩ লক্ষ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ড এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সমিতির সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় ৭৯৬.১২ কোটি টাকা জমার বিপরীতে প্রকল্প হতে ৭১১.৮১ কোটি টাকা উৎসাহ বোনাস এবং ৯৪৭.৮৪ কোটি টাকা আবর্তক তহবিল প্রদান করা হয়েছে।
- সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়,প্রকল্প থেকে প্রদত্ত বোনাস ও আবর্তক তহবিল এবং ব্যাংক সুদ ও সার্ভিস চার্জ মিলিয়ে সমিতির তহবিল দাঁড়িয়েছে ২৫২৩.৪৩ কোটি টাকা।
- তন্মধ্যে ১৮০১.২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ১৬.১১ লক্ষ জীবিকা ভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়বর্ধক খামার গড়ে উঠেছে।
- সমিতিতে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবিকাভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রম চলছে।

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচন

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের বিশেষ দর্শন হচ্ছে "মাইক্রো ক্রেডিট নয়, মাইক্রো সেভিংসের মাধ্যমে স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচন"। এ কর্মসূচির প্রথম লক্ষ্য ব্যক্তি সঞ্চয় করা, সরকার হতে প্রদত্ত বোনাস ও আবর্তক তহবিল সমন্বয়ে সমন্বিত তহবিল গঠন। দ্বিতীয় লক্ষ্য, উক্ত তহবিল বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়বর্ধক পারিবারিক খামার সৃজন

করে আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা, পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা ও দারিদ্র্যবিমোচন করা। অন্য সকল মাইক্রোক্রেডিট থেকে আলাদা এ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হলঃ

১. এটি প্রচলিত মাইক্রো ক্রেডিট নয়, মাইক্রো সেভিংসের মাধ্যমে অংশগ্রহনমূলক নিজস্ব পুঁজি গঠন;

২. এ পুঁজি স্থায়ী যার মালিক উত্তরাধিকার সূত্রে গরীব জনসাধারণ;

৩. উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নিজেদের পেশা ও প্রয়োজনমত বিনিয়োগের সুযোগ;

৪. বিনিয়োগ শেষে সেবামূল্যসহ অর্থ নিজ সমিতির তহবিলে জমা হয়;

৫. অনলাইনে ২৫ লক্ষ পরিবার সচ্ছতার সাথে অর্থ সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করছে;

৬. সর্বোপরি এ মডেলটি স্থায়ী রুপ দিতে ইতোমধ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

এক নজরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অগ্রগতি (৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	কার্মকান্ডের বিবরণ	:	অর্জিত অগ্রগতি
১	কর্মএলাকা	:	দেশের সকল ওয়ার্ড (৪০৫২৭টি)
২	প্রকল্পের আওতায় সমিতি গঠন	:	৪০,৩১৬ টি
৩	প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা	:	২১,১৭,৫৯৬ টি
৪	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা	:	প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ
৫	প্রশিক্ষণ প্রদান	:	৪,১২,৬৯৫ জন
৬	সদস্যদের ব্যক্তি সঞ্চয়	:	৭৯৬.১২ কোটি টাকা
৭	সরকার কর্তৃক উপকারভোগীদের বোনাস প্রদান	:	৭১১.৮১ কোটি টাকা
৮	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আবর্তক তহবিল/সম্পদের অর্থের পরিমাণ	:	৯৪৭.৮৪ কোটি টাকা
৯	গ্রামের দরিদ্র জনগণের মোট তহবিল	:	২৪৫২.৪৩ কোটি টাকা
১০	অন্যান্য জমা (ব্যাংক সুদ/সার্ভস চার্জ)	:	৭১ কোটি টাকা
১১	সাকুল্য তহবিলের পরিমাণ		২৫২৩.৪৩ কোটি টাকা
১১	গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে	:	১৮০১.২৫ কোটি টাকা
১২	গ্রামে গ্রামে আয়বর্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সৃজন	:	১৬ লক্ষ ১১ হাজার
১৩	খামারের ধরনঃ	:	
	(ক) মৎস্য চাষ	:	২৫৮০২০ টি
	(খ) হাঁস-মরগি পালন	:	৩৭৬০৮০ টি
	(গ) গবাদিপ্রাণী পালন	:	৪৯৫০০০ টি
	(ঘ) নার্সারি	:	৯৫৩৭৮ টি
	(ঙ) সবজি বাগান	:	৯৮৮৮২ টি
	(চ) অন্যান্য	:	২৮৭৬৪০ টি

প্রকল্পের প্রভাব

- গত এক বছরে প্রকল্পভুক্ত পরিবার প্রতি আয় বৃদ্ধিপেয়েছে ১০,৯২১ টাকা।
- প্রকল্পভুক্ত এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা ১৫% থেকে কমে ৩%- এ দাঁড়িয়েছে।
- প্রকল্পভুক্ত এলাকায় অধিক আয়ের পরিবার সংখ্যা ২২.৮% থেকে ৩১% -এ উন্নীত হয়েছে।
- অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সমিতি পর্যায়ে সকল আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হওয়ায় গ্রামীণ জনপদে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আত্ববিশ্বাস সুদৃঢ় হতে শুরু হয়েছে।
- গ্রামে গ্রামে জীবিকাভিত্তিক আয়বর্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক খামার বাস্তবায়িত হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির হার বেড়েছে।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ জনপদে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাঁশ/বেত সামগ্রী তৈরি করে স্বাবলম্বী বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বাঘার গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উপকারভোগী কনক হালদার

স্থায়ী দারিদ্র্য নিরসন মডেল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দর্শন-প্রসূত স্থায়ী দারিদ্র্য নিরসন মডেল অনুসরণে দেশের প্রতিটি পরিবারকে দারিদ্র্য মুক্ত করার লক্ষ্যে শূন্য ('০') দারিদ্র্য রোড ম্যাপ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। দেশের শেষ দরিদ্র ব্যক্তিটিকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি চলমান থাকবে। দারিদ্র্যমুক্তির এ ধারাবাহিকতা রক্ষায় সরকার ইতিমধ্যে দেশের শুধুমাত্র দরিদ্র মানুষের সঞ্চিত ও গচ্ছিত অর্থ সংরক্ষণ ও লেনদেনের জন্য "পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক" নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি পৃথিবীর প্রথম শতভাগ অনলাইন ব্যাংক যা দেশের ৪ কোটি দরিদ্র মানুষের দোরগোরায় সেবা পৌছে দিবে।

উপকৃত পরিবার ঃ ১ কোটির অধিক (সর্বশেষ দরিদ্র পরিবারের দারিদ্র্য নিরসন না হওয়া পর্যন্ত)

প্রস্তাবিত অর্থের পরিমান ঃ ৫১৬২ কোটি টাকা

পর্যায়	বরাদ্দ	ঋণের সংখ্যা	উপকৃত পরিবার	সময় কাল			সময় কাল			সময় কাল			সময় কাল
				২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯ - চলমান
১ম পর্যায়	১৬৮২ কোটি	১৭,৩০০	১০.৩৮ লক্ষ										
২য় পর্যায়	১৬৭০ কোটি	২৩,২২৭	১১.৮৮ লক্ষ										
৩য় পর্যায়	প্রস্তাবিত ১০০০ কোটি (অননুমোদিত)	৪১,০০০	২৫ লক্ষ										
৪র্থ পর্যায়	প্রস্তাবিত ১০০০ কোটি (অননুমোদিত)	৪১,০০০	২৫ লক্ষ										
৫ম পর্যায় শেষ পর্যায়	ব্যাংকের অর্থ ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে (কোন সরকারী অর্থ ব্যয় হবেনা)	১,২০,০০০ ঋণের বার্ষিক বিতরণ অব্যাহত	২৫ লক্ষের অধিক (সর্বশেষ দরিদ্র পরিবারটি)										
মোট	৫১৬২ কোটি	১,২০,০০০	১ কোটির অধিক										

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সৃজন

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প । সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি স্থায়ী কাঠামোতে রূপদানের জন্য গত ০২ জুলাই, ২০১৪ তারিখে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ০৭নং আইন) ০৮ জুলাই, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মহামান্য রাষ্টপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে। পরবর্তীতে ৩১ আগষ্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রজ্ঞাপিত এস,আর,ও. নং ২২১-আইন/২০১৪ মূলে সরকার কর্তৃক 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে । এ পর্যন্ত পর্ষদের ০৭ (সাত) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ইতোমধ্যে সরকার হতে ব্যাংকের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন খাতে ১২৫ (এক শত পচিশ) কোটি টাকা পাওয়া গেছে।
- পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক-এর সাংগঠনিক কাঠামো ও পরিচালক (নির্বাচন) বিধিমালা অনুমোদিত হয়েছে।
- পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরিপ্রবিধানমালা,ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ও অফিস সরঞ্জাম তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষাধীন রয়েছে।
- ব্যাংকের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্টায়াত্ত ব্যাংক হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ০৭ (সাত) জন কর্মকর্তার নামে প্রেষণাদেশ জারি করা হয়েছে।
- স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১০০ টি উপজেলায় ব্যাংকের ১০০টি শাখা খোলার কার্যক্রম চলছে।

<u>সফলতার নতুন অধ্যায়ঃ ইলেক্ট্রনিক অর্থ ব্যবস্থাপনা ও অনলাইন ব্যাংকিং</u>

- প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আরও এক ধাপ এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রকল্পের সকল আর্থিক ব্যবস্থাপনা অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- গ্রাম সমিতির সদস্যগণ যাতে তাদের সঞ্চয় ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে জমা দিতে পারেন এবং প্রকল্প হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় প্রাপ্তির তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক এশিয়া বিগত ১০ মে ২০১২ তারিখ থেকে এবং পরবর্তীতে ইউসিবিএল ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে সকল জেলায় অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত গ্রাম সমিতির সদস্যগণ **২৫**২৩.৪৩ কোটি কোটি টাকা অনলাইনে লেনদেন করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৯ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন

ভিক্ষুক পুনর্বাসন

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের ১২ টি সমিতির মাধ্যমে ৭২০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। পুনর্বাসিত এসকল ভিক্ষুকদের বর্তমানে মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে ৮৯.৭৩ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে তাঁদের নিজস্ব সঞ্চয় ৩৪.৫৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প হতে বোনাস ও আবর্তক তহবিল বাবদ প্রদান করা হয়েছে ৫৫.১৭ লক্ষ টাকা। এই তহবিল হতে ৩০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ইতোমধ্যে ৭২০ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়বর্ধক পরিবারিক খামার গড়ে উঠেছে।

নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের ছাগলের খামার পরিদর্শন করছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

উপসংহার

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অন্তর্নিহিত যে চিন্তা ও চেতনা রয়েছে তা জনগণ ইতোমধ্যে অত্যন্ত প্রশংসার সাথে গ্রহণ করেছে। সরকারের প্রতি বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের অসীম শ্রদ্ধা ও আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের সকল গ্রামে এ কার্যক্রম চালু করা হলে একদিকে যেমন সরকার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়বে অন্যদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাইক্রোক্রেডিট নামক ঋণের অত্যাচার থেকে চিরতরে মুক্তি পাবে। জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হবে এক নতুন বিপ্লব- ইতিহাস হয়ে রবে জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার এ মহান দর্শন- 'একটি বাড়ি একটি খামার'।

৩.২.২. ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প

ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) শীর্ষক প্রকল্পটি ১০১২৬৫.২২ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্যঃ ১০০৮৫৪.০৬ লক্ষ টাকা এবং জিওবিঃ ৪১১.১৬ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ হতে মার্চ, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্চ ২০১৬ সালের মধ্যে প্রকল্প এলাকার ১০ লক্ষ জনগোষ্ঠির অতিদারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান, কৃষি ও অ-কৃষি খাতে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের (MDG) লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের চর, হাওর, বাওর, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা এবং শুষ্ক মৌসুমে কাজের সংস্থান হয় না এমন অতি দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চল, পিছিয়ে থাকা পার্বত্য এলাকার দরিদ্র জনগণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মোট ১০১২৬৫.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশহহ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৮ - ২০১৬ মেয়াদের এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ৩৩ টি পার্টনার এনজিও ৩০ টি জেলায় ১১৯ টি উপজেলায় ৯ টি স্কেল ফান্ড ও ২৭ টি ইনোভেশন ফান্ড (মোট ৩৬ টি) সহযোগী এনজিওর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির সাথে কাজ করছে। এছাড়া এডভোকেসী ও রিসার্চ কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারক, আইন প্রণেতা, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও সুশীল সমাজকে অতিদরিদ্র-বান্ধব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৩,০৯,৫০৯ জন সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত সুবিধাভোগী পরিবারে ৬,৩৬,৭৮৯ জন নারী ও ৫,৫৪,১৩৮ জন পুরুষ রয়েছে। নির্বাচিত সুবিধাভোগী পরিবারের মাঝে ৮০০০ - ১৫,০০০ টাকা করে সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ৮৯২০ টি দল গঠন করা হয়েছে এবং ৭৬৩টি সমাজভিত্তিত সংগঠন গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে ১৫৬ টি নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৬৩,৫৬৫ সুফলভোগী পরিবারকে পুষ্টি সহায়তা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্পের সহায়তায় ২৩৫৪৯ জন সুফলভোগী পরিবারকে ৪৮৯৫ একর খাস জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।

যে সকল সুফলভোগী পরিবার প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে উন্নয়ন করতে পারেনি পুনরায় সম্পদ তাদের (supplementary support) প্রদান করা হয়েছে। এদের সংখ্যা ১৪৭২৫ জন। এছাড়া পার্বত্য এলাকায় অতি বৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ১৫৪৮ জন উপকারভোগীকে ৩০০০- ৫০০০ টাকা করে অর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯১৪১২.৫৩ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ২৮৩.৩৪ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ৯১১২৯.১৯ লক্ষ টাকা)। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মোট বরাদ্ধ ছিল ১৫১৭৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১৫৪৭৬.৯৫ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্ধের ১০২%।

ইইপি প্রকল্পের ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য ও প্রাসঙ্গিক ছবি

৩.২.৩. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) প্রকল্প

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। প্রকল্পটি ৬৪ টি জেলার ৬৬ টি উপজেলায় সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, বার্ড , আরডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাম ভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।''ঋণ নয় প্রশিক্ষণ'' সিভিডিপি'র মূলনীতি। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত (জুন/২০১৪ পর্যন্ত) ৪২৭৫ টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন ও নিবন্ধন হয়েছে। প্রকল্পটির মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৬১৯৫৭ জনে উন্নীত হয়েছে । পুঁজি গঠিত হয়েছে ১০২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা, প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ২৩২১৯৪ জন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ১১৮৭০৮ জনের এবং সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমবায়ীদেরকে প্রায় ১৬৬ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে। সিভিডিপিভুক্ত সমিতিগুলো জাতিগঠন মূলক বিভাগ সমূহ এবং এনজিও সমূহের সাথে সমন্বয় করে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি ২য় পর্যায়) প্রকল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্র

সিলেটে সিভিডিপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দিচ্ছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার, সিভিডিপি প্রকল্পের গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে পুরস্কার দিচ্ছেন।

৩.২.৪ যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি'র অর্থায়নে পরিচালিত একটি কারিগরি সহায়তাধর্মী চলমান প্রকল্প। M4C প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জেলার চরে বসবাসকারীদের দারিদ্র্যতা ও বিপর্যয় হ্রাস করা। Chars Livelihoods Programme (CLP) এর সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চর উৎপাদকদের কর্মকান্ডকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের অর্থায়নঃ	:	এসডিসি এবং জিওবি
প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ	:	মে ২০১৩ হতে নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত
অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ঃ	:	৬৩০৮.৮৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ৫৫৫৯.৮৫; জিওবি-৭৪৯.০০ লক্ষ)
প্রকল্প এলাকাঃ	:	দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মোট ১০টি জেলার (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারি, টাঙ্গাইল এবং পাবনা) চরাঞ্চল।

M4C প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন

চর জনগোষ্ঠীর গ্রুপ ফর্মেশন এবং কৃষি উন্নয়ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্ধারিত ১০টি জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় ৪টি এনজিওসহ ১টি এগ্রো-মেশিনারী কোম্পানী নির্বাচন করা হয়। ৭টি কৃষি উৎপাদন খাত (ভূট্টা, মরিচ, পাট, পিয়াজ, সরিষা, বাদাম এবং ধান), হস্তশিল্প, আর্থিক সেবা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ৬০,০০০ চর পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচিত জিও, এনজিও, স্থানীয় সেবাদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। ফলে চলতি অর্থ বছরের জুন ২০১৪ পর্যন্ত ৪০,০০০ চর পরিবারের কৃষিখাতে উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

৩.৩ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে মোট আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩৮৩৯৯.৩৮ লক্ষ (জিওবি ২৬১৩২.৩৮ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১২২৬৭.০০ লক্ষ) টাকা। এর বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৩৮৫৫২.২৯ লক্ষ (জিও বি ২৫২২০.৪৫ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩৩৩১.৮৪ লক্ষ) টাকা। অগ্রগতির হার ১০০.৪০%।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মূল এডিপি বরাদ্দ			২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৯	১০	১১
১.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (জুলাই/২০০৯-জুন/২০১৬)	৫৮৫০০.০০	০.০০	৫৮৫০০.০০	৫৮৩৬৭.০০	০.০০	৫৮৩৬৭.০০
২.	ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ(ইইপি) (ফেব্রুয়ারি/২০০৮-মার্চ/২০১৬)	৯৫.০০	১৫০৯৯.০০	১৫১৯৪.০০	৮০.০০	১৫০৯৯.০০	১৫১৭৯.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মূল এডিপি বরাদ্দ			২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৯	১০	১১
৩.	চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (২য় পর্যায়)-১ম সংশোধিত (জুলাই/২০১১-ডিসেম্বর/২০১৬)	৫৯১.০০	১২৪৪৬.০০	১৩০৩৭.০০	৫০০.০০	১৮৪২০.০০	১৮৯২০.০০
৪.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ২য় পর্যায় (জুলাই/২০০৯-ডিসেম্বর/২০১৫)	২৪৮৭.০০	০.০০	২৪৮৭.০০	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০
৫.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) প্রকল্প (মার্চ/২০১০ হতে জুন/২০১৬)	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	২৫০০.০০
৬.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়(২য় সংশোধিত) (জুন/২০০৫-জুন/২০১৫)	৬৭৩.০০	০.০০	৬৭৩.০০	৬৫১.০০	০.০০	৬৫১.০০
৭.	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	৩২০০.০০	০.০০	৩২০০.০০	৩২০০.০০	০.০০	৩২০০.০০
৮.	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৬)	১৮০০.০০	০.০০	১৮০০.০০	১৭০০.০০	০.০০	১৭০০.০০
৯.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-২য় পর্য়ায় (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৭)	৩২০০.০০	০.০০	৩২০০.০০	৩২০০.০০	০.০০	৩২০০.০০
১০.	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৬)	৪৮০.০০	০.০০	৪৮০.০০	৪৫০.০০	০.০০	৪৫০.০০
১১.	উত্তরাঞ্চলের অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (এপ্রিল/২০১৪ হতে মার্চ/২০১৯)	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১১০০.০০	০.০০	১১০০.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মূল এডিপি বরাদ্দ			২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৯	১০	১১
১২.	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৫)	১৩২৯.০০	০.০০	১৩২৯.০০	৫৬৫.০০	০.০০	৫৬৫.০০
১৩.	সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১১-জুন, ২০১৫)	১৪০.০০	০.০০	১৪০.০০	৩৭২.০০	০.০০	৩৭২.০০
১৪.	সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন (মে/২০১১-জুন, ২০১৫)	১৬১.০০	০.০০	১৬১.০০	২৬৯.১০	০.০০	২৬৯.১০
১৫.	দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১২- জুন/ ২০১৬)	১৪০০.০০	০.০০	১৪০০.০০	১১৭৬.২০	০.০০	১১৭৬.২০
১৬.	সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশের ভৌত নির্মাণ প্রকল্প (ডিসেম্বর/২০১৩- জুন/২০১৬)	০.০০	০.০০	০.০০	৪৫০.০০	০.০০	৪৫০.০০
১৭.	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১১- ডিসেম্বর/২০১৪)	২৮১৩.০০	০.০০	২৮১৩.০০	২৮১৩.০০	০.০০	২৮১৩.০০
১৮.	আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০০৭-জুন/২০১৫)	১০৫৮.০০	০.০০	১০৫৮.০০	১০৫৮.০০	০.০০	১০৫৮.০০
১৯.	গবাদী পশুপালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই/২০০৯-ডিসেম্বর/২০১৫)	৮০০.০০	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	০.০০	৮০০.০০
২০.	আরডিএ খামার ও ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৪-ডিসেম্বর/২০১৬)	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০
২১.	যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) প্রকল্প (মে/২০১৩-নভেম্বর/২০১৬)	১৯২.০০	১৩১৭.০০	১৫০৯.০০	১৫০.০০	১৬২৫.০০	১৭৭৫.০০
২২.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত	০.০০	০.০০	০.০০	২৫০০.০০	০.০০	২৫০০.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মূল এডিপি বরাদ্দ			২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৯	১০	১১
	সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)						
২৩.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (জুলাই/ ২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৫)	৫০০.০০	**০.০০**	**৫০০.০০**	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০
২৪.	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (জুলাই/২০১২-জুন/২০১৬)	৪০০০.০০	**০.০০**	৪০০০.০০	৩৭০০.০০	০.০০	৩৭০০.০০
২৫.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ (মার্চ/২০১৪-মার্চ/২০১৭)	৬০০.০০	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	৬০০.০০
২৬.	দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৩-জুন/২০১৬)	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	১৭২৫.০০	০.০০	১৭২৫.০০
	সর্বমোট	**৮৮৭৬৯.০০**	**২৮৮৬২.০০**	**১১৭৬৩১.০০**	৯০৪৭৬.৩০	৩৫১৪৪.০০	১২৫৬২০.৩০

৪

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রধান পাঁচটি সংস্থা রয়েছে, এগুলো হলো- সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ উন্নয়ন পল্লী একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। আরও রয়েছে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। এছাড়াও কিছু আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলো হলো-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট; নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী; টাংগাইল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাংগাইল; বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, মুক্তাগাছা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, মৌলভীবাজার; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, ফেনী; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, রংপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, খুলনা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, ফরিদপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, বরিশাল; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, নওঁগা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, কুষ্টিয়া রয়েছে যারা পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

৪.১. সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় অধিদপ্তর এর আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। নিবন্ধিত মোট সমবায় সমিতি ১,৮৮,৫৯৬ টি। এ সকল সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ১,০৩,২৬,৮৬৩ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৭৪৯৯ কোটি টাকা। এ বিপুল সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলো দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। একই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠী, মহিলা ও কৃষকদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মানব সম্পদ উন্নয়নেও সমবায় অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন ও বিধির আওতায় নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমুহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নেও সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (জুলাই'১৪ হতে জুন'১৫ পর্যন্ত)

নতুন সমিতি সংগঠনঃ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন । ২০১৪-১৫ সালে সমবায় অধিদপ্তরে ১১,৩৬০ টি নুতন প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ৪৭ টি নুতন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে।

সমিতির নিবন্ধন বাতিলঃ কিছু কিছু সমবায় সমিতি নিবন্ধনের পর এক পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর হয়ে যায়। তখন অবসায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা সরাসরি এ সকল সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়। ২০১৪-১৫ সালে মোট ১৭,৪৬৭ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ৬ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। নতুন সমিতি নিবন্ধন ও অকার্যকর সমিতির নিবন্ধন বাতিলের পর ২০১৪-১৫ বছর শেষে সর্বমোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৮৮,৫৯৬ টি যার মধ্যে ১,৮৭,৪০৫ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, ১,১৬৯ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও ২২ টি জাতীয় সমবায় সমিতি।

সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যাঃ ২০১৪-১৫ সালে নতুন সমিতি নিবন্ধন ও পুরনো সমিতিতে নতুন সদস্য ভর্তির মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৯,৭১,০৬২ জন। অপরদিকে নিবন্ধন বাতিলের ফলে সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায় ৯,৪১,২৮০ জন। ফলে চলতি বছরে ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৯,৭৮২ জন। ২০১৩-১৪ সালে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ১,০২,৯৭,০৮১ জন এবং ২০১৪-১৫ সালে বছরের শেষে সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা হয়েছে ১,০৩,২৬,৮৬৩ জন।

সমবায় সমিতির অডিটঃ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব ও কার্যক্রম অডিট করা। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০১৪-১৫ সালে মোট ১,২৪,৫৯৩ টি সমবায় সমিতি অডিট করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১,২৩,৬০৩ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, ৯৯০ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ।

প্রশিক্ষণঃ সমবায় সমিতির সদস্য ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ২০১৪-১৫ সালের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাগন বিভিন্ন সময় উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ১০ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটঃ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটে রিফ্রেসার্স কোর্স, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কোর্স, সমবায় ব্যবস্থাপনা কোর্স, পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমবায় সমিতির সদস্যদের এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতি

বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		অগ্রগতির হার (প্রশিক্ষণার্থী)
	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	
২০১৪-১৫	২৮৩	৭০৫০	৩৮৬	৯৭৬৩	১৩৮%

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণঃ সমবায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট জেলা পর্যায়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে সমিতি পর্যায়ে সমবায়ীগণকে সমিতি পরিচালনা, হাঁস মুরগি ও গবাদি পশু পালন এবং জাতীয় কর্মসূচি যেমন বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপঃ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

বছর	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		অগ্রগতির হার
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২০১৪-১৫	৫৪,৬৫৫	৪৫,৪৬৫	৮৩%

অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়ঃ সমবায় অধিদপ্তর সরকারি রাজস্ব আয়ে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতি অডিট করার পর সমিতি হতে নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ সালে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসাবে ১৭.০৮ কোটি টাকা ও অডিট ফি হিসাবে ৩.৩৯ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ২০.৪৭ কোটি টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাঃ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবার সমূহের সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্ম-কর্মসংসহানের জন্য এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১৪-১৫ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৬.৭৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায় করা হয়েছে প্রায় ৫.৩৬ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত) আশ্রয়ণ প্রকল্পে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ৮৮.৩৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৫৭.০৪ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

আইন প্রণয়নঃ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২) প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনপূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক সমবায় সমিতি আইন, ২০১৩ অনুমোদিত হয়। মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে সমবায় সমিতি আইন,২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যমান সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বিগত ০৭/০৫/২০১৩ তারিখে প্রণীত সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০১৩ এর চূড়ান্ত খসড়া সমবায় অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরীক্ষান্তে এবং সমবায়ীদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিদ্যমান সমবায় বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধনের নতুন প্রস্তাব এবং সুপারিশ গত ০৭/১০/২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালা বর্তমানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে।

৪৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৩ তম জাতীয় সমবায় দিবসের শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য দেখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন, এম. পি

৪৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: মসিউর রহমান রাঙ্গা এম. পি.

প্রকল্পসমূহের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন

সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্প (মে ২০১১ হতে জুন ২০১৫)

উদ্দেশ্যঃ

১। সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের দপ্তর এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য-প্রযুক্তি সিস্টেমস প্রবর্তণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার ইন্সটলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

২। একটি ডায়নামিক ওয়েবপোর্টাল চালুর মাধ্যমে সমবায় সমিতি নিবন্ধন ও সমবায় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অন-লাইনে ডাউনলোড করার সুবিধা সম্বলিত ই-সিটিজেন সার্ভিস চালুকরণ;

৩। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি ডাটা-নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুকরণ;

৪। প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল জেলা সমবায় কার্যালয়ের সরাসরি অন-লাইন ডাটা কানেকটিভিটি স্থাপনের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএস (সিবিএমআইএস) ব্যবস্থা উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৫। সমবায় অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল ও সমবায়ীদেরকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানে সমৃদ্ধকরণ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

আর্থিকঃ "সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই- সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন'' প্রকল্পের অনুকুলে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট ২৬৯.১০ লক্ষ (দুইশত উনসত্তর লক্ষ দশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত ২৬৯.১০ লক্ষ (দুইশত উনসত্তর লক্ষ দশ হাজার) টাকা ছাড় করা হয়েছে । এ প্রকল্পে জুন/১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৬৮.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৯৯.০০%।

বাস্তবঃ এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে এ বছর ডাটা এন্ট্রি এবং সিবিএমআইএস বিষয়ে ১৫ (পনের) দিন ব্যাপি ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় সমিতির ডাটা এন্ট্রির কাজ অব্যাহত রয়েছে। মন্ত্রণালয় ও সমবায় অধিদপ্তরের সাথে বিআরডিবি, বার্ড কুমিল্লা ও আরডিএ বগুড়ার ডাটা কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হয়েছে।

সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৫)

উদ্দেশ্যঃ

ক) উন্নত শংকর জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি;

খ) দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি;

গ) উৎপাদিত দুধের বাজার সুবিধা সৃষ্টি;

ঘ) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন;

ঙ) জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;

চ) গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

আর্থিকঃ ''সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ'' প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট ৩৭৪.০০ (তিনশত চুয়াত্তর লক্ষ ঢাকা) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে মূলধন বরাদ্দ ২০৪.০০ (দুইশত চার লক্ষ) টাকা ও রাজস্ব বরাদ্দ ১৭০.০০ (একশত সত্তর লক্ষ) টাকা । প্রকল্পের আওতায় ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত ৩৭৩.৪৩ (তিন শত তেহাত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা ছাড় করা হয়েছে । ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জুন/১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৬৯.৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে । প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৯৬.২৭ লক্ষ টাকা। জুন/১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় ২৪৯২.১৮ লক্ষ টাকা । যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৮৪%।

বাস্তবঃ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৬৮০ জন সুবিধাভোগীকে সম্পদ সহায়তা বাবদ ২০১০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে ঋণ প্রদান শুরু করা হয়েছে। উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদনের জন্য ঘাসের বীজ ও কাটিং বাবদ সদস্যদের মাঝে ৬.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সমিতি পর্যায়ে প্রকল্পের মাধ্যমে বায়োগ্যাস স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রভাবে বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৩,০০০ লিটার দুগ্ধ উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত দুগ্ধ টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে স্থাপিত মিল্ক ভিটার চিলিং প্লান্টে এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রয় করা হচ্ছে।

প্রকল্পভুক্ত সদস্যগণের পালিত গাভির দৈনিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রয়োজনীয় মনিটরিং ও প্রশিক্ষণের কারণে গাভি/বাছুর মৃত্যুর হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অত্যন্ত কম। আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাবে প্রকল্প বহিঃর্ভূত জনগন এ পেশায় ক্রমেই উৎসাহী হচ্ছে এবং প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত কৃত্রিম প্রজনন সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা ও বাজার সুবিধা গ্রহণ করে লাভবান হচ্ছে। প্রকল্পের সফলতাসহ সার্বিক বিষয়ে ইংরেজীতে সাব টাইটেলসহ ডকুমেন্টারী প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।

সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এর কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবিঃ

প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল উৎফুল্ল দম্পতি প্রতিদিন উৎপাদন করছেন ৪৪ লিটার দুধ

প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী। বর্তমানে তার ৩টি গাভি এবং প্রতিদিন এ গাভি ৩টির দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫ লিটার

দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল এবং খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)

উদ্দেশ্যঃ

১) গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
২) দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি।
৩) গাভি/মহিষের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
৪) বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ।
৫) গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

আর্থিকঃ ''দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন'' প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ হচ্ছে ১২০০.০০ (বারশত লক্ষ) টাকা এর মধ্যে মূলধন বরাদ্দ ৯৮৫.০০ (নয়শত পঁচাশি লক্ষ) টাকা ও রাজস্ব বরাদ্দ ২১৫.০০ (দুইশত পনের লক্ষ) টাকা । জুন/১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ১১৭৫.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৯৭.৯৬%।

বাস্তবঃ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরের ৮৯৭ জন সুবিধাভোগীকে সম্পদ সহায়তা বাবদ ৯৮৪.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে । গাভি লালন-পালন বিষয়ে এ অর্থ বছরে ২০০০ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণ কর্তৃক ক্রয়কৃত গাভি হতে দুগ্ধ উৎপাদন শুরু হয়েছে। এ সকল সমিতিতে দৈনিক উৎপাদিত দুগ্ধের পরিমাণ প্রায় ৬০০০ লিটার। উৎপাদিত দুগ্ধ মিল্ক ভিটার টুঙ্গীপাড়া, টেকেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরার চিলিং প্লান্টে এবং উৎপাদিত দুগ্ধের কিয়দংশ স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রয় করা হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত সদস্যগণের পালিত গাভির

দৈনিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত কৃত্রিম প্রজনন সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা ও বাজার সুবিধা গ্রহণ করে লাভবান হচ্ছে এবং প্রকল্পের প্রভাবে প্রকল্প বহিঃর্ভুত জনগন এ পেশায় ক্রমেই উৎসাহী হচ্ছে।

প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী

প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগীর গড়ে তোলা খামার

''সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশের ভৌত নির্মাণ'' প্রকল্প (জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)

উদ্দেশ্যঃ

ক) মূল স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী নির্মাণাধীন সমবায় ভবনের ১০ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ;

খ) মূল্যবান অফিস ভবনের ক্ষয়- ক্ষতি রোধকল্পে অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ;

গ) বিভিন্ন শাখা ও বিভাগের স্থান সংকুলানের জন্য ৭৫১৯ বর্গ মিটার ফ্লোর স্পেস নির্মাণ;

ঘ) জরুরি মুহূর্তে ভবনে বিদ্যুৎ ব্যাক-আপ দেয়ার জন্য ১৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোলার প্যানেল স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ওয়্যারিং কাজ সম্পাদন।

কার্যক্রমঃ

- ৭৫১৯ বর্গ মিটার ভৌত নির্মাণ ও পূর্তকাজ।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ক্রয় (সিসিটিভি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর,পিএবিএক্স, অগ্নি নির্বাপন, এয়ার কুলার, পানির পাম্প, সোলার প্যানেল স্থাপনে বৈদ্যুতিক অয়্যারিং ইত্যাদি)।
- মাল্টিপারপাস হলের একুইস্টিক কাজ, সাউ- সিস্টেম ও স্টেইজ লাইটিং স্থাপন।
- বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি স্থাপন।
- কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ও সুইচ স্থাপন।
- আসবাবপত্র সংগ্রহ ও ক্রয়।

ভবনের ১০ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। এসব তলার অভ্যন্তরীণ ইট গাঁথুনি ও বৈদ্যুতিক কাজসহ ফিনিশিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

সমবায় অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ : ২০১৪-২০১৫ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণীতে-৪ জন'কে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগের ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পদোন্নতি: ২০১৪-২০১৫ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণীতে-১৬ জন, ২য় শ্রেণীতে-২৫ জন'কে সর্বমোট ১৫১ জন'কে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। পদোন্নতির ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যান্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের তথ্যঃ

কো-অপারেটিভ মার্কেটিং প্রমোশন সেল।

(ক) কো-অপারেটিভ মার্কেটিং প্রমোশন সেল ২০১১ সাল হতে কার্যক্রম শুরু করে ৩১/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৭ (সাত) টি বিভাগে যথাক্রমে সর্বমোট ৩২৫টি সমবায় বাজার চালু করেছে তন্মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৭০ (একশত সত্তর) টি, রাজশাহী বিভাগে ২৩ (তেইশ) টি, খুলনা বিভাগে ২৮ (আটাশ) টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৬ (ছাপ্পান্ন) টি, সিলেট বিভাগে ২৪ (চবিবশ) টি, বরিশাল বিভাগে ১৩ (তের) টি, রংপুর বিভাগে ১১ (এগার) টি সমবায় বাজার চালু রয়েছে।

(খ) সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম লিঃ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৫৩টি প্রাথমিক সমিতি। তন্মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪৪ (একশত চুয়াল্লিশ)টি, রাজশাহী বিভাগে ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি, খুলনা বিভাগে ৩৩ (তেত্রিশ) টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৬ (ছাপ্পান্ন) টি, সিলেট বিভাগে ৪৩ (তেতাল্লিশ) টি, বরিশাল বিভাগে ৩০ (ত্রিশ) টি, রংপুর বিভাগে ১২ (বার) টি সমবায় সমিতি রয়েছে।

(গ) জনগণের চাহিদা মোতাবেক সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১টি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও দর্শণার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতির ফলে বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যবসায়িক কার্যক্রম আশানুরূপভাবে চলমান রয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতিবছর ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের ব্যানারে সমবায় পণ্যের ১টি স্টল বরাদ্দ নেয়া হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)

দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভূ-সম্পদ ও জলাশয়ের ব্যবহার এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক ''ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প'' বাস্তবায়ন চলছে। উক্ত প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং টেকসই ভিত্তির (Sustainability) জন্য প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। এ লক্ষ্যে উভয় দপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে সমবায় অধিদপ্তর এবং LGED অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সারাদেশে নিবন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সংখ্যা ৯৭৫টি ।

এ প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতির অবকাঠামো নির্মাণসহ কারিগরী সহায়তা ও রক্ষনাবেক্ষন এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং পাবসসের বিধিবদ্ধ ও উন্নয়নমূলক কাজসমূহ যেমন-নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, বাৎসরিক অডিট সম্পাদন, নির্বাচন, পরিবীক্ষণ ও তদারকী, অভিযোগ নিস্পত্তি প্রভৃতি কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তর পরিচালনা করে থাকে।

পাবসস- এ সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্প তথা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) একদিকে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের শস্যের নিবিড়তা বাড়িয়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করে অপরদিকে তাদের আর্থ-সামাজিক স্বচ্ছলতার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

১। উৎপাদন সহায়ক ক্ষুদ্র অবকাঠামো যেমন- মাছ চাষের জন্য পুকুর/ছোট খাল পুন: খনন।
২। হাঁস-মুরগী, গবাদি পশু লালন পালন ইত্যাদি।
৩। পাওয়ার টিলার, কৃষি উৎপাদনে সহায়ক এবং কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান।
৪। নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ করে খালের পাড়ে এবং বাঁধের পাশে বৃক্ষরোপন।

৫। স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সেলাই কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দরিদ্র, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের মাঝে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।
৬। সাধারণ সদস্যদের মধ্যে ঋন কার্যক্রম পরিচালনা।

পাবসস ওয়াটার সেল গঠন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশগ্রহনমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে নিবন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহকে সফল করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি) সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকাকে আহবায়ক করে গবেষণা ও এমআইএস শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকল্প সংশিষ্ট ৬১ জেলা সমবায় কর্মকর্তা ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ৬১ জন পরিদর্শককে অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রীয়ভাবে সমবায় অধিদপ্তরে ''ওয়াটার সেল'' গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সারাদেশের পাবসসসমূহকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষনের জন্য ওয়াটার সেলের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে মাঠ পর্যায়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ওয়াটার সেলের মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও পাবসসসমূহকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট হিসেবে প্রয়োজনীয় যানবাহন (মটর সাইকেল), কম্পিউটার ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

পাবসস এ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যক্রম

১। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কিত মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার প্রেরিত কার্যবিবরনীর ভিত্তিতে জেলা সমবায় অফিসারদের নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

২। অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ ও এডিবি ইফাদ জয়েন্ট লোন রিভিউ মিশনের সাথে মতবিনিময়কালে প্রাপ্ত বিভিন্ন পরামর্শ বাস্তবানের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ।

৩। মাঠ পর্যায় থেকে নির্ধারিত ছকে সমিতিওয়ারী সংগৃহিত তথ্য সফটওয়ারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও মনিটরিং এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

৪। এলজিইডির সাথে যৌথ সভা করতঃ অচল অবকাঠামোসমূহ কার্যকর করা না গেলে অকার্যকর সমিতিসমূহের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকিত জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ৯৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

৪.১.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)

১. বিভিন্ন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে দুগ্ধ পরিবহন নীতিমালাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে বৎসরে কমপক্ষে ৭ কোটি টাকা আর্থিক সাশ্রয় হবে;

২. বন্যার পরে ঘাসের স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উচ্চফলনশীল অষ্ট্রেলিয়ান হাইব্রীড সুইট জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয় করে সমবায়ীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৩. মিল্কভিটা'র নিজস্ব জমিতে (দুগ্ধ ভবন: প্রধান কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা; মিরপুর-১০, ঢাকা এবং টাঙ্গাইল দুগ্ধ কারখানা) পরিকল্পনামত অফিসসহ বহুতল বাণিজ্যিক ভবন, আবাসিক কোয়ার্টার, হাসপাতাল নির্মাণসহ অন্যান্য ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;

৪. লাহিড়ীমোহনপুর গো-খাদ্য কারখানায় উৎপাদিত প্রায় ৩৫০ মেট্রিক টন গো-খাদ্য ইতিমধ্যে খামারী পর্যায়ে সরবরাহ করা শুরু হয়েছে;

৫. সমিতির সদস্যদের গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭০.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদেশী এফএমডি ট্রাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন ও ২০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Life Saving ভেটেরিনারী ড্রাগস ও কৃমিনাশক ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

৬. দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্তমান সরকারের আমলে ইতোমধ্যে ১৪টি নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২৩টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

খামারীদের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ

১. মিল্ক ইউনিয়নকে অধিকতর লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ইতোমধ্যে ২০(বিশ) কোটি টাকা বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে মেয়াদী স্থায়ী হিসাব (এফডিআর) করা হয়েছে;
২. বিভিন্ন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে দুগ্ধ পরিবহন নীতিমালাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে বৎসরে কমপক্ষে ৭ কোটি টাকা আর্থিক সাশ্রয় হবে;
৩. পবিত্র রমজান মাসে সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে কোন অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ না করে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ কোন কার্যভাতা গ্রহণ না করে বিদ্যমান জনবল দিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ তরল দুধ সংগ্রহ করে ৮৫.৭৪ লক্ষ লিটার দুধ বিপণন করা হয়েছে;
৪. বিভিন্ন ধরনের অপচয় (সময়ের অপচয়, শ্রমঘন্টার অপচয়, গাড়ি মেরামতের অপচয়, মেশিনারীজ মেরামতের অপচয়, অধিকাল ভাতা কমানো ইত্যাদি) কমানো হয়েছে;
৫. সকল বিভাগের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক , সমবায় অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে চারটি কমিটি (মানব সম্পদ ও প্রশাসন উপকমিটি, উৎপাদন ও স্টক যাচাই উপকমিটি, অর্থ, বাজেট ও অডিট উপকমিটি এবং গাভি ঋণ প্রদান উপকমিটি) গঠন করা হয়েছে;
৬. ২০১৪ সালের বকেয়া উৎসাহ বেনাস ১২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কাজে মনোযোগী হয়েছে;
৭. বিগত কমিটির বকেয়া সম্পূরক দুগ্ধমূল্য বাবদ ৪৭৪.৬৭ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। এতে সমবায়ীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে;
৮. মিল্ক ইউনিয়নের বন্ধ কারখানাসমূহ সচল করার লক্ষ্যে মেশিন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে;
৯. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে;
১০. ঢাকা মহানগরীরসহ বিভিন্ন মহানগরীর প্রতিটি থানায় বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
১১. রিক্সাভ্যান সমিতি, পরিবেশকদের সাথে সমন্বয় সভা করে দুগ্ধ ও দুগ্ধপণ্য বিক্রয় বৃদ্ধির বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
১২. মিল্ক ইউনিয়নের ক্রয় বিভাগের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে এপিপি (Annual Procurement Plan) তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
১৩. টেকেরহাট দুগ্ধ কারখানার বি.এম.আর.ই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
১৪. নতুন দুগ্ধ পণ্য হিসেবে লাবাং (Yogurt) উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে;

আর্থিক চিত্র (৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

- সরকারী ঋণ : ৩৫.৩৯ কোটি টাকা
- সরকারী ইক্যুইটি : ৪১.৫০ কোটি টাকা
- সমবায়ীদের অংশগত মুলধন : ৩২.৯৬ কোটি টাকা
- আবর্তক ঋণ (সরকারী) : ৫.০০ কোটি টাকা
- স্থায়ী সম্পদের মূল্য (অবচয় বাদে) : ১৫৯.২৬ কোটি টাকা
- অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য : ১৬৪.২৬ কোটি টাকা
- নীট মুনাফা : ৫.৯৩ কোটি টাকা

- বাৎসরিক টার্ণ ওভার : ৪১২.৯৮ কোটি টাকা
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা (মাসিক) : ২.৯৫ কোটি টাকা
- সামাজিক কল্যাণ খাতে বাৎসরিক অনুদান (CSR): ০.০৮ কোটি টাকা
- সরকারী ঋণের কিস্তি পরিশোধ : ২.৫২ কোটি টাকা

গত ২ (এক) বৎসরের নীট মুনাফা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বৎসর	নীট মুনাফা
১.	২০১৪-২০১৫	৫৯৩.৬২

পণ্যসমূহ

- পাস্তুরিত প্যাকেটজাত তরল দুধ
- ফ্লেভার্ড মিল্ক
- মাখন
- ননীযুক্ত গুড়োদুধ
- ননীবিহীন গুড়োদুধ
- আইসক্রীম
- ঘি
- মিষ্টি দধি
- টক দধি
- ক্রীম
- ললিজ
- রসমালাই
- কনডেন্সড মিল্ক
- ইউ.এইচ.টি ফ্লেভার্ড মিল্ক
- ইউ.এইচ.টি তরল দুধ
- চকলেট
- লাবাং

সেবা/সার্ভিসসমূহ

- গবাদিপশুর প্রয়োজনীয় নিয়মিত টীকা ও কৃমিনাশক প্রদান
- অসুস্থ্য গবাদিপশুর চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহ
- উন্নতমানের ফ্রিজিয়ান ও জার্সী বুলের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন
- উচ্চফলনশীল সবুজ ঘাসের কাটিং ও বীজ প্রদান
- প্রতিটি দুগ্ধ এলাকায় কমপক্ষে একটি মডেল ফার্মের জন্য ৭.৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান
- গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য খামারীদের কারিগরি জ্ঞান প্রদান
- প্রতি লিটার দুধের ন্যায্যমূল্য প্রদানের পর প্রতি তিন মাস অন্তর সম্পূরক মূল্য বাবদ ২ টাকা হিসেবে প্রদান
- ৫% সার্ভিস চার্জে গাভি ঋণ প্রদান
- প্রতি তিন মাস অন্তর সরবরাহকৃত তরল দুধের উপর প্রতি লিটারে ২ (দুই) টাকা হিসেবে বোনাস প্রদান
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদিপশুর লালন পালন করার লক্ষ্যে খামারীদের দেশে -বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান
- ন্যায্যমূল্যে সুষম দানাদার গো-খাদ্য প্রদান
- সরবরাহকৃত দুধের উপর বৎসর শেষে শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান
- প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে ১৩টি শ্রেষ্ঠ সমিতিকে পুরস্কার প্রদান
- প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে ৩ জন শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে পুরস্কার প্রদান
- প্রতিবছর বিভাগভিত্তিক ১জন করে শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে পুরস্কার প্রদান
- প্রতিবছর দুগ্ধ এলাকাভিত্তিক ৩ জন শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে পুরস্কার প্রদান
- প্রতিবছর দুগ্ধ এলাকাভিত্তিক ৩টি শ্রেষ্ঠ সমিতিকে পুরস্কার প্রদান।

প্রকল্পসমূহ (চলমান)

(লক্ষ টাকায়)

নং	প্রকল্পের নাম	মোট অর্থ	জিওবি	মিল্কভিটা	বর্তমান কার্যক্রম
২.	''দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প''	১৬৫৫.০০	১২৪১.২৫	৪১৩.৭৫	উপকুলবর্তী চরাঞ্চলে মহিষের জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় ফ্রোজেন সিমেন ল্যাবরেটরী, ব্রিডিং বুল সেডসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানী হতে ফ্রোজন সিমেন প্রসেসিং ল্যাবরেটরীর মেশিনারিজ আমদানীর জন্য ইতোমধ্যে এলসি খোলা হয়েছে।
৩.	''সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুড়ো দুধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প''	৭৪৮০.০০	৫৬১০.০০	১৮৭০.০০	গত ২৬ মে, ২০১৫ তারিখে একনেক সভায় উক্ত প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া যায়। দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী কৃষকদের দীর্ঘ দিনের চাহিদার বিষয়টি সুবিবেচনা করে প্রতিদিন তাঁদের উৎপাদিত দুধ প্রক্রিয়াজাত করে বৎসরে প্রায় ৯০০০ মেট্রিক টন গুঁড়োদুধ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বৎসরে আমাদনীকৃত গুঁড়োদুধের এক চতুর্থাংশ পূরণ করা সম্ভব হবে এবং বৎসরে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ সাশ্রয় হবে।

প্রকল্পসমূহ (প্রক্রিয়াধীন)

৪.	''দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়াতে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন'' প্রকল্প	৩২০০.০০	২৪০০.০০	৮০০.০০	বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকাররের ঐকামিতক অভিপ্রায়ে মিল্কভিটার কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চট্টগ্রামের বিপুল সংখ্যক ভোক্তা সাধারণের দোরগোড়ায় মিল্কভিটার দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী দ্রুত পৌঁছানোর লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়াতে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে পিইসি সভায় অনুমোদিত হয়।
	মোটঃ	**১৫০৬৩.২৪**	**১১২৮৯.৪৯**	**৩৭৭৩.৭৫**	

- নিজস্ব অর্থায়নে টেকেরহাট দুগ্ধ কারখানা বিএমআরইকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ

- ফরিদপুর জেলার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, চরবাসীর জীবিকায়ন, স্থানীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, দারিদ্র বিমোচণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ ও উন্নত জাতের গবাদিপশু লালন-পালনের সুবিধার্থে ফরিদপুর জেলার ডিগ্রীরচর, নর্থ চ্যানেল ও চর মাধবদিয়াসহ পদ্মা নদীর তীরে জেগে উঠা চরসমূহে গো-চারণ ভূমি সৃজন এবং চরবাসীর উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর দুধের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রায় ৩৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় মিল্কভিটার অংশ গ্রহণে **''দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চরাঞ্চলের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, চারণ ভূমি সৃজন ও দুগ্ধের বহমুখীকরণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প''** হাতে নেয়া হয়েছে। যা একনেকে বিবেচনাধীন রয়েছে।
- মিল্ক ইউনিয়ন ও এসেনশিয়াল ড্রাগসের যৌথ উদ্যোগে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় গবাদিপশুর সু-চিকিৎসার জন্য ভেটেরিনারী ড্রাগস উৎপাদন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা

- মিল্ক ইউনিয়নের সকল বন্ধ কারখানাসমূহ পুনরায় সচল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- Baby Food & Diabetes Patient-দের উপযোগী গুঁড়োদুধের কারখানা পীরগঞ্জ ও টেকেরহাটে স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- মিল্ক ইউনিয়নের দুগ্ধ ও দুগ্ধ পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগের পাশাপাশি ঢাকা মহানগরের প্রতিটি থানায় বিক্রয় কেন্দ্র খোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে;
- মিল্কভিটা'র নিজস্ব জমিতে (দুগ্ধ ভবন: প্রধান কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা; মিরপুর-১০, ঢাকা এবং টাঙ্গাইল দুগ্ধ কারখানা) পরিকল্পনামত অফিসসহ বহুতল বাণিজ্যিক ভবন, আবাসিক কোয়ার্টার, হাসপাতাল নির্মাণসহ অন্যান্য ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;
- নতুন দুগ্ধ পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ঢাকা দুগ্ধ কারখানা'র আইসক্রীম প্লান্টসহ অন্যান্য দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কারখানার বিএমআরইকরণ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- মিল্কভিটা'র কার্যক্রম সারাদেশে বিস্তৃত করা এবং রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ও স্থানীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে; আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, দারিদ্র বিমোচণ এবং নারীর ক্ষমতায় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ ও উন্নত জাতের গবাদিপশু লালন-পালনের সুবিধার্থে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামে প্রায় ২২০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে **''দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন প্রকল্প''** গ্রহণ করা হয়েছে যার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রম (CSR)

- জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO)-এর কারিগরী সহযোগিতায় ''Linking School Milking Feeding Programme'' এর আওতায় মিল্কভিটা কর্তৃক সমবায়ী কৃষকদের সন্তান ও অন্যান্য গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষার্থীদের পুষ্টি উন্নয়ন, মেধা বিকাশ এবং স্কুল হতে অকালে ঝরে পড়া রোধ করতে এবং পড়াশোনায় অধিকতর মনযোগী হবার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার ৭ (সাত) টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদের মাঝে এবং সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ১০ (দশ)টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাস্তুরিত তরল দুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৫

বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ কারখানায় বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যাল এর শুভ উদ্বোধন

গজ্জাচরা দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

পারবাহলীরচর দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

৪.১.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

ভূমিকাঃ ১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন অনুযায়ী গঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ নামে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ অনুযায়ী পরিচালিত। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে নিবিড়ভাবে কাজ করে থাকে।

উদ্দেশ্যবলী

- সমবায় সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা;
- বিজ্ঞানসম্মত ব্যবসায়িক নীতিমালা অনুযায়ী সমবায় সমিতি সমূহের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;
- ঋণ গ্রহীতা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধন করা;
- সমগ্র বাংলাদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- সকল উপায়ে সমবায় সমিতিসমূহের স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য উপদেশ ও সহায়তা প্রদান এবং কার্যক্রমের সমন্বয় করা;
- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন মোতাবেক সমবায় সমিতিসমূহ এবং অন্যান্যদের সাথে ব্যাংকিং ব্যবসা করা;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য সমিতিকে অথবা তাদের ফেডারেশনের মাধ্যমে গুদামজাতকরণ, কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ এবং উৎপাদিত পণ্যের মজুদ রাখা ও বিক্রির ব্যাপারে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;

কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ জনিত কারণে সরকার হতে প্রাপ্ত ভর্তুকির টাকা বিতরণ

সরকার কর্তৃক ঘোষিত সমবায়ী কৃষকদের গৃহীত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদ ও দন্ডসুদ (মুনাফা ও দন্ডমুনাফা) মওকুফের টাকা পুর্ণভরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে অর্থ-মন্ত্রাণলয়ের অর্থ বিভাগ থেকে ৯৮,৭১,২৬,০০০ (আটানববই কোটি একাত্তর লক্ষ ছাবিবশ হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১১-১২ সাল হতে ভর্তুকির টাকা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১১-১২ সালে প্রাপ্ত ভর্তুকির চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমবায়ীদের হাতে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দপ্রাপ্ত উক্ত টাকা হতে ৩য় কিস্তি বাবদ ২০.০০ (বিশ) কোটি টাকা প্রাপ্ত হয়। ২০১১ - ২০১২ সাল হতে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যন্ত ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তি বাবদ প্রাপ্ত সর্বমোট ৭৩,০৬,৪৮,০০০ (তিয়াত্তর কোটি ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার) টাকা ক্ষতিগ্রস্থ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। সরকারের ভর্তুকি প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনেক খেলাপী ঋণ গ্রহীতা, সমবায়ী সদস্য, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত কৃষক ও সমিতিসমূহ পুনরায় ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। ফলে ব্যাংকের সার্বিক কৃষি ঋণ কার্যক্রমে এর ইতিবাচক প্রভাব প্রতিভাত হচ্ছে, যা পরবর্তী কৃষি ঋণ কার্যক্রমকে গতিশীল

করবে। শুধুমাত্র কৃষি ঋণ কার্যক্রম নয়, ২০১২ সাল থেকে এ ব্যাংক কর্তৃক সদস্য সমবায় সমিতি ও সদস্য বহির্ভুত সমবায় সমিতি সমূহের সদস্যগণকে সহজ শর্তে প্রকল্প ঋণ বিতরণের যে আধুনিক ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, তা এদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মৎসজীবী, অনগ্রসর মহিলা জনগোষ্ঠিকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ থেকে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী করে তুলেছে। ইতোমধ্যে এ ঋণ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সফলতা অর্জন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ীদের হাতে ভর্তুকির চেক বিতরণ করছেন

বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ

নারায়গঞ্জ জেলার বঙ্গবন্ধু সড়কে (শহরের প্রাণকেন্দ্রে) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ১৬ কাঠা জমি আছে। উক্ত জমির ওপর ৯ (নয়) তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে গত ০৪/০৩/২০১৫ইং তারিখে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে উক্ত ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ভবনের নির্মাণ কাজ আগামী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। ভবনটি নির্মিত হলে ব্যাংক আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হবে এবং ব্যাংকের আর্থিক ভিত অনেক সুদৃঢ় হবে। এ ছাড়া ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ০৫ (পাঁচ) কাঠা জমি আছে । উক্ত জমিতে ডেভেলপারের মাধ্যমে বহুতল ভবণ নির্মাণের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করা হবে।

নারায়নগঞ্জস্থ ব্যাংকের জায়গায় বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ,এমপি

ব্যাংকের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মহানগরের গুলিস্তান এলাকায় অবস্থিত কাজী বশির মিলনায়তনে ব্যাংকের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যাংকের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ করার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় ৩২৩১২.৩০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ বাজেট অনুমোদন করা হয়।

প্রকল্প ঋণ

আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ প্রবৃদ্ধির ও দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সরকারের উন্নয়ন চিন্তাভাবনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ নিজস্ব তহবিল হতে গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন কৃষি/অকৃষি ও অপ্রচলিত পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যগণকে জামানত বিহীন সহজ শর্তে ও সরল মুনাফায় ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে আমাদের এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় তরমুজ চাষিদের মধ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে কক্সবাজারে লবণ চাষ প্রকল্পে ঋণ দাদন করে তা সঠিক সময়ে মুনাফাসহ শতভাগ টাকা আদায় করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিকে পর্যায়ক্রমে আরো বিস্তৃত করে সারাদেশের অধিকাংশ জেলায় তরমুজ চাষ, পান চাষ, মাছ চাষ, নার্সারি প্রকল্প, গরু মোটাতাজাকরন, কবুতর পালন, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের বুটিক বাটিক ও হস্ত শিল্প প্রকল্প, সেলাই মেশিন ক্রয়, প্রকল্পে ঋণ সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অনুরূপ বিভিন্ন জেলায় ৯১টি প্রকল্পে ঋণ দাদন করা হয়েছে। সুবিধাভুগির সংখ্যা ২৮০০ জন।

উল্লেখ্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক প্রকল্পে ও সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে জামানতবিহীন ১০% সরল মুনাফায় ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকায় আশার আলো মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি, ময়মনসিংহের বিস্কা মহিলা সমবায় সমিতিতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

আশার আলো বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতির সভানেত্রীর হাতে প্রকল্প ঋণের
চেক বিতরণ করছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ

কনজুমার্স ঋণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ‘‘ভিশন-২০২১’’ বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কাজ করে যাচ্ছে। ব্যাংকিং কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি ও স্বল্প আয়ের

মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী চাকুরিজীবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কনজুমার্স ঋণ চালু করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৩০৮ জন চাকুরিজীবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৩২৬.৫০ লক্ষ টাকা কনজুমার্স ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার ১০০%।

কৃষি ঋণ

ব্যাংকের সদস্য ভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় আখ চাষি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সারাদেশে সমবায়ী কৃষকদের কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে স্বল্প মেয়াদী ও মধ্যম মেয়াদী কৃষি ঋণ বাবদ মোট ৪৩৭.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় আখ চাষি সমবায় সমিতির নিকট ৩০-০৬-২০১৫তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল ঋণ বাবদ ২১৪৬.০০ লক্ষ এবং পূণঃ তফসিলী ঋণ বাবদ ২৫৫৯.০০লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে জুন/১৪ মাসে ঋণ আদায় সম্মেলন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্যাংকের মাননীয় সভাপতি, মহাব্যবস্থাপক ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পূনঃ তফসিল ঋণ খাতে ৬৭৯.৫৭লক্ষ ও নিজস্ব তহবিল ঋণ খাতে ৪৯৮.৩২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

ঋণ আদায় সম্মেলনে উপস্থিত ব্যাংকের চেয়ারম্যান, মহাব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

স্বর্ণ আমানত ঋণ

ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের বিদ্যমান কৃষি ঋণ বিতরণের পাশাপাশি সরাসরি ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যাংকের নিজস্ব কাউন্টারের স্বর্ণ-স্বার্ণালংকার আমানত রেখে সমবায় আইন অনুযায়ী স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ চালু করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৩৮৭.৬৪ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৩৪০২.৬৭ লক্ষ টাকা।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য খাত সমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র

(লক্ষ টাকার অংকে)

	বিবরণ	২০১৪-১৫ অর্থ বছর
১	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০.০০
২	মোট আয়	২৪২০.১৬
৩	নীট লাভ	১১৩৪.৯৯
৪	লভ্যাংশ প্রদান (শেয়ার হোল্ডার) (২০%)	১০২.৯৭
৫	ঋণ দাদন	৬৪২০.৪১
৬	ঋণ আদায়	৬৩৪১.৭৮
৭	কর্মকতা- কর্মচারী	২০৯
৮	শেয়ার	৫৪৭.৮৮
৯	সংরক্ষিত তহবিল	১৭০৫৯.৮০

১০	আমানত সংগ্রহের পরিমান	৬৭৯.০৬
১১	মোট পরিসম্পদ	৪৯২৯৪.৮৯
১২	বিনিয়োগ	৩৩০৫৫.৯৭
১২	বাংলাদেশ ব্যাংকে ঋণ (দেনা) পরিশোধ	১৭১.০০
১৩	সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা	৪০.৯৪
১৪	অডিট ফি প্রদান	১.০০
১৫	আয়কর প্রদান	২০.০০

৪.২. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বার্ড ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৮৮টি কোর্স সংগঠন করেছে। এতে মোট ৩৬৫১জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এ সমস্ত কোর্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ০৮টি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, ১০টি স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃক চাহিদাকৃত ২৫টি কোর্স, অবহিতকরণ বিষয়ক ২১টি কোর্স ইত্যাদি। উল্লেখ্য আইসিটি সেক্টরে উন্নয়নের জন্য ০৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে।

মাননীয় মন্ত্রীর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা পরিদর্শনের ছবি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লায় মত বিনিময় সভায় মাননীয় মন্ত্রী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লায় ফলের গাছ রোপন করছেন মাননীয় মন্ত্রী

বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমঃ ২০১৪-১৫

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো গবেষণা পরিচালনা করা। বার্ডের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলের বিরাজমান আর্থ সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা, তার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা এবং তা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অবহিত করা। প্রধানতঃ তিনটি লক্ষ্য অর্জনে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। তন্মধ্যে গ্রামের সমস্যা, চাহিদা ও সম্ভাবনা নিরূপণ করে তার ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা অন্যতম। এছাড়া অপর লক্ষ্য হলো পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর জন্য উপকরণ প্রণয়ন ও ব্যবহার এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি মূল্যায়ন করাও বার্ডের একটি অন্যতম কাজ। বার্ডের অধিকাংশ গবেষণা রাজস্ব অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা/সহযোগী সংস্থার অর্থায়নেও বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ড দীর্ঘ কাল যাবৎ বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধের আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি ও মূল্যায়ন করে আসছে। দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অগ্রাধিকার (Priority) বিবেচনায় রেখে বার্ড গবেষণা পরিকল্পনা করে থাকে। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নিম্নলিখিত ১৫টি গবেষণা সম্পন্ন করেছেঃ

- Participatory Governance in Delivering Quality Primary Education: A Study on Selected Upazilas of Bangladesh (Sponsored study)
- Farm Management and Livelihood Patterns of Rural Households: A Longitudinal Study
- Impact Evaluation of Vulnerable Group Development (VGD) activity in Bangladesh (Sponsored study)
- Farm Level Poultry Rearing and Shrimp Culture: An Exploration into Market and Employment
- Effects of Extreme Events of Climate Change on the Livelihoods of Coastal Areas of Bangladesh
- Trends of Socio-economic Change of Indigenous Fishermen Communities and their Potentialities in Selected areas of Bangladesh
- Farmers' Response to Natural Disasters in Chittagong Coastal Zone of Bangladesh
- Performance and Opportunities of Upazila Central Cooperative Association (UCCA): An Analysis of Selected UCCAs
- Cattle Rearing and Organic Farming: A Situational Analysis at Selected areas of Comilla
- An Analysis of Water, Sanitation and Hygiene Situation in Selected Areas of Bangladesh
- Access to e-Service s at Upazila Level: Experience of Comilla and Moulavibazar District
- Remittance Flow and Its Impact on Rural Society
- Endangered and Promising Fruit Species in the Changing Context of Climate for Nutrition Security and Livelihood in Coastal Areas of Bangladesh Quality Education and Gender Perspectives in Rural Schools: A Case Study of GoB Project

বার্ডের প্রকল্প কার্যক্রমঃ

পল্লী জনগনের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাঁদের চাহিদা অনুসারে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে মডেল উদ্ভাবন করা বার্ড এর অন্যতম একটি ম্যান্ডেট। জনগণের পরিবর্তনশীল চাহিদা বিবেচনায় এনে বার্ড নিরন্তরভাবে

গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে থাকে এবং সমস্যা সমাধানে সরকারের জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যুগোপযোগী পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবনের প্রয়াস নিয়ে থাকে। বার্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত কুমিল্লা পদ্ধতি পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত উন্নয়ন মডেল যা অবকাঠামো ও কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বার্ড উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র কৃষক ভূমিহীন উন্নয়ন প্রকল্পটি বর্তমানে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নামে একটি আলাদা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) বর্তমানে জাতীয় কর্মসূচী হিসেবে বিস্তৃত আকারে পরিচালিত হচ্ছে। বার্ড নতুন ক্ষেত্রে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে মডেল উদ্ভাবনের কাজ অব্যাহত রেখেছে। ২০১৪-১৫ সময়ে বার্ড এর প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের অবগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

২০১৪-১৫ সময়ে পরিচালিত প্রকল্প

২০১৪-১৫
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)
বার্ড ক্যাম্পাসে উন্নত গাভি পালন প্রদর্শনী খামার।
স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকরণ (এলএলপিএমএস)
মহিলা শিক্ষা আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (মশিআপুউ)
ই–পরিষদ এর মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে উন্নত সেবা সরবরাহ (ই-পরিষদ)

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের (সিভিডিপি) মাধ্যমে ২০১৩-২০১৫ সময়ে বার্ড ৫টি বিভাগে ১৫টি জেলায় ১৬টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৪-১৫ পর্যন্ত সিভিডিপি, বার্ড এর আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১০২০টি গ্রাম সমিতি সংগঠিত করেছে।

কৃষি বীমা বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা :

শস্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রভাব হ্রাস করার জন্য ২০১৩-১৪ সময়ে কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার ২০টি গ্রামে সমবায় সমিতিকে সম্পৃক্ত করে কৃষি বীমা বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বোরো মৌসুমে ধান চাষের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ৪০০ জন কৃষককে সংগঠনের আওতায় এনে ২৮৬ জন কৃষককে বীমা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইউনিয়ন/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, সুফলভোগীর প্রশিক্ষণসহ কৃষকদের নিকট হতে বীমার প্রিমিয়াম আদায় এ কর্মসূচির মূল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটির কার্যক্রম সন্তোষজনক হিসেবে পরিলক্ষিত হয় তবে আরও বৃহত্তর পরিসরে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দুগ্ধ খামার প্রদর্শনী বিষয়ক প্রকল্প

কোইকা এর সহযোগিতায় বার্ড ক্যাম্পাসে দুগ্ধ খামার প্রদর্শনী বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মোট ৫২,৯২,৭৫৬ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১) গাভি পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলো প্রদর্শন; ২) বার্ডের প্রাণি সম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ; ৩) গাভি পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ।

২০১৪-১৫ সময়ে বার্ডে উন্নত জাতের ৪টি গাভি ক্রয় করে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সিভিডিপি প্রকল্পভুক্ত গ্রামের গাভি পালনকারী কৃষকদের মধ্যে উন্নত প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ২৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের যুব সমাজের বৃহৎ অংশকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্রতার স্বরূপ নির্ণয় করে দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ ও দূরীকরণের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাকানিজম সৃষ্টি করা। সিবিএমএস নেটওয়ার্ক, ফিলিপাইনের সহায়তায় ২০১৩-২০১৬ সময়ে দাউদকান্দি উপজেলায় মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে । এ প্রকল্পের বাজেট ৩৯ লক্ষ টাকা। ২০১৩-১৫ সময়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন,

তথ্য সংগ্রহকারীর জন্য নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরীসহ ট্যাব ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

এ প্রকল্পটি কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রামে পরিচালিত হচ্ছে। বার্ড এর রাজস্ব বাজেটের আওতায় গবেষণা মঞ্জুরী খাত হতে এ প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেয়া। নারীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্র/ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অর্ন্তভুক্তি ও অবস্থানের হার বৃদ্ধি করা এবং পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে নারীদের সুশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া। গ্রামের নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থানের মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সঠিক দিক নির্দেশনা বিষয়ক একটি মডেল উদ্ভাবন করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

২০১৪-২০১৫ সময়ে মশিআপুউ প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমের অগ্রগতি

নির্ণায়ক	অগ্রগতি
	ক্রমপুঞ্জিত ২০১৪-১৫
গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি (সংখ্যা)	২৪টি
সদস্য অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	১০৩৬ জন
সঞ্চয় আমানত (টাকা)	৫,০৬,৪১৭/-
শেয়ার (টাকা)	১,৯৭,৮৯৫/-
ঋণ বিতরণ (টাকা)	১৮,৪১,৫০০/- (১৩৪ জন)
ঋণ আদায় (টাকা)	১৬,৯৮,১০০/-
প্রশিক্ষণ প্রদান (জন)	৩১টি (১৪৪৫ টি)

পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প

সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭ সময়ে রাজস্ব বাজেট এর গবেষণা মঞ্জুরী খাত হতে এ প্রকল্পটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্লাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা। ২০১৩-১৫ সময়ে এ প্রকল্পের আওতায় ৬০জন সুফলভোগীকে কম্পিউটার প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি সফটওয়্যার তৈরি করে ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে।

৪.৩ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পটভূমি

সদ্য স্বাধীন দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ''সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি''-এর আওতায় বঙ্গবন্ধু দ্বি-স্তর সমবায়ভিত্তিক যে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ১৯৭২ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ এর মূল উদ্দেশ্য 'পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন' এর মহতী কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি নিয়োজিত রয়েছে। বিআরডিবি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বি-স্তর সমবায় তথা কুমিল্লা পদ্ধতির সমবায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অন্যতম কৌশল হলো

পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিক স্বাবলম্বী ও স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধন ইত্যাদি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প দেশব্যাপী সফলভাবে বাস্তবায়নে লিড এজেন্সি হিসেবে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়া কুড়িগ্রামসহ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিআরডিবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত তিনটি বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক সংস্থার সেবা প্রদান প্রক্রিয়া অধিকতর ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'লিংক মডেল' বিআরডিবি'র কার্যক্রমে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রশংসিত হয়েছে। বিআরডিবি'র কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষায় জিডিপি'তে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩% উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও এর ভিশন

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১৯৮২ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) মূলে বিআরডিবি গঠিত হয় যা ২১ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে বিআরডিবি'র মোট ৫টি বিভাগ রয়েছে।

বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ

▪ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;	চেয়ারম্যান
▪ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অথবা ঐ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম-সচিব, পদাধিকার বলে;	ভাইস- চেয়ারম্যান
▪ কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, জ্বালানী বিভাগ, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এর যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিমেণ নহে, এমন একজন কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;	সদস্য
▪ চেয়ারম্যান , বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, পদাধিকারবলে; ▪ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ও বগুড়া (পর্যায়ক্রমে এক বৎসর অন্তর অন্তর), পদাধিকারবলে; ▪ নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে; ▪ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, পদাধিকারবলে; ▪ থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের জাতীয় ফেডারেশন কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য; ▪ থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠাসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;	সদস্য
▪ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পদাধিকারবলে।	সদস্য-সচিব

বিআরডিবি'র ভিশন

''গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ''

বিআরডিবি'র মিশন

- দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের পল্লী এলাকায় বিদ্যমান মানব ও বস্তুগত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতি/দলের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে মানব অবকাঠামো সৃষ্টি করা;
- কৃষি ও অকৃষি কর্মকান্ডে ঋণ প্রবাহের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- সঞ্চয় ও শেয়ার জমার মাধ্যমে পল্লী এলাকার সম্পদকে পুঞ্জিভূত/সচল করা;
- চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও জনঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা;
- উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করা।

এক নজরে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রম

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ধরণ ও নাম	২০১৪-২০১৫ বছরে অগ্রগতি	মন্তব্য
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম			
১	সমিতি/দল গঠন	৩৯০০টি	
২	সদস্য ভর্তি	১,৭৮,৫১৬ জন	
খ) মূলধন গঠন ও ঋণ কার্যক্রম			
৩	শেয়ার জমা	১৩৫০.৩৬ লক্ষ্ টাকা	
৪	সঞ্চয় জমা	৫৫৬৮.১২ লক্ষ্ টাকা	
৫	ঋণ বিতরণ	১০০০৯৩.৬৯ লক্ষ্ টাকা	
৬	ঋণ আদায়	১০৪৫৭৩.২৫ লক্ষ্ টাকা	
৭	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	৪৮৪৭৫৮ জন	
৮	গ্রাজুয়েট সদস্য সংখ্যা	১৬৫৪৫ জন	
গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম			
৯	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১৫৬৬ জন	
১০	উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৪.৩৫৮৩ লক্ষ্ জন	
ঘ) সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম			
১১	মোট বৃক্ষ্ রোপন	২৫.৯৯১ লক্ষ্ টি	
১২	হাঁস-মুরগী টিকাদান	৪.৭৪ লক্ষ্ টি	
১৩	মাছের পোনা বিতরণ	২২.৪৬৩ লক্ষ্ টি	
ঙ) অন্যান্য কার্যক্রম			
১৪	প্রশিক্ষোত্তর অনুদান প্রদান	৩০৩৯৯৩০ জন	
১৫	অপ্রধান শস্যের প্রদর্শণী খামার স্থাপন	২২০৮ টি	
১৬	নলকূপ মেরামত	১৫৩ টি	
১৭	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন	০.৮৭৩৩ লক্ষ্ টি	
১৮	উন্নত চুল্লীর ব্যবহার	০.০১৪৯ লক্ষ্ টি	

বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে; যথা- সরেজমিন বিভাগ, পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষ বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ একজন পরিচালকের এবং প্রত্যেক শাখা একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে।

সরেজমিন বিভাগের কার্যক্রম

সরেজমিন বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম বাসত্মবায়ন ও তদারকি হয়ে থাকে। সরেজমিন বিভাগের আওতাধীন ৭টি শাখা রয়েছে; যথা ১. সমবায় শাখা ২. ঋণ শাখা ৩. সেচ শাখা ৪. সম্প্রসারণ শাখা ৫. বাজারজাতকরণ শাখা ৬. বিশেষ প্রকল্প শাখা ও ৭. মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সরেজমিন বিভাগে একজন পরিচালক, তিনজন যুগ্মপরিচালক ও ছয়জন উপপরিচালক কর্মরত আছেন।

পরিকল্পনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষ বিভাগ

বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রসত্মাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ মনিটরিং এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন করা এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ বিভাগে একটি পরিচালক, দুইটি যুগ্মপরিচালক ও চারটি উপপরিচালকের পদ রয়েছে।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও বিআরডিবি'র তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুমোদনসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সমন্বয় সাধন করা এ বিভাগের কাজ। এ বিভাগে একজন পরিচালক ও একজন উপপরিচালক কর্মরত আছেন। এ বিভাগের অধীনে কোন শাখা নেই।

প্রশাসন বিভাগ

বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মী ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) সহ মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব। এ বিভাগ একজন পরিচালক, একজন যুগ্মপরিচালক ও দুইজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রশাসন বিভাগের আওতাধীন ৫ টি শাখা/উপশাখা রয়েছে; যেমন- (১) পার্সোনেল শাখা, (২) শৃঙ্খলা উপশাখা (৩) পেনশন (প্রশাসন) উপশাখা (৪) সাধারণ পরিচর্যা উপশাখা ও (৫) যানবাহন উপশাখা।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রামত্ম যাবতীয় কার্যাদি অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের আওতাধীন ৫টি শাখা/উপশাখা রয়েছে; যথা- (১) অর্থ ও বাজেট শাখা, (২) হিসাব শাখা, (৩) নিরীক্ষা শাখা, (৪) পরিদর্শন শাখা এবং (৫) পেনশন (অর্থ) উপশাখা। এ বিভাগ একজন পরিচালক, দুইজন যুগ্মপরিচালক এবং চারজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ পরিচিতি

এক নজরে বিআরডিবি'র ২০১৪-২০১৫ বছরের এডিপি

প্রকল্প সংখ্যা	:	৭টি
মোট সংশোধিত বরাদ্দ	:	১৫০৯৫.০০ লক্ষ্য টাকা
মোট ছাড়	:	১৫,৪৬২.৭৫ লক্ষ্য টাকা
মোট ব্যয়	:	১৪,৭০১.৬৭ লক্ষ্য টাকা

ব্যয়ের হার : ৯৭% (বরাদ্দের বিপরীতে)

এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২)

প্রকল্প : দেশের ৬৪টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২০০টি ইউনিয়ন

প্রকল্পের মেয়াদ : জুন ২০০৫ থেকে জুন ২০১৫

প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৬৮২১.৫৩ লক্ষ্য টাকা, জিওবি, জাইকা ও জেডিসিএফ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- লিংক মডেল হচ্ছে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যার উদ্দেশ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও আকাঙ্খার বাস্তবায়ন
- জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সকল সেবা ও সরবরাহ ফলপ্রসূভাবে সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা;
- জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্র অবকাঠামো মেরামত/নির্মাণ;
- স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও মানবসম্পদের উন্নয়ন
- সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)-২য় পর্যায়

প্রকল্প এলাকা: রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগের আওতায় নির্ধারিত ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত

প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস: ৩৩১৪২.০৭ লক্ষ্য টাকা (জিওবি ১৯০৮৫.৪৫ লক্ষ্য এবং ইউবিসিসিএ'র নিজস্ব আয় হতে ১৪০৫৬.৬২ লক্ষ্য টাকা)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠন;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করা;
- বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড- ক্ষুদ্রঋণ বিতরণপূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি;

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)

প্রকল্প এলাকা : ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলা

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত

প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৬০৯৩.৬১ লক্ষ্য টাকা (বাংলাদেশ সরকার)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমদানি নির্ভর অপ্রধান শস্য যেমন তৈলবীজ, আদা, রসুন, পিয়াজ ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- অপ্রধান শস্যের আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানসহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;
- উপকারভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে পুঁজি গঠন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তাকরণ;
- ২,৩০,৪০০ জন দরিদ্র চাষিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সুবিধা প্রদান।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)

প্রকল্প এলাকা : খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস: ১৩১৩৯.৮২ লক্ষ্য টাকা, বাংলাদেশ সরকার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিইএএল)

প্রকল্প এলাকা: কুড়িগ্রাম জেলার ০৯টি উপজেলার (৭২টি ইউনিয়ন ও ৩টি পৌরসভা)

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ১২ থেকে জুন ১৬ পর্যন্ত

প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস: ২০৪৩.৭৫ লক্ষ্য টাকা (বাংলাদেশ সরকার)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুপ্রেরণা ও সচেনতা সৃষ্টি;
- সমাজ ও পরিবারের সম্ভাবনাময় শক্তি জাগরুক করা;
- যথার্থ উন্নয়ন ও সমন্বিত কার্যক্রমের জন্য মানব সম্পদ ও সাংগঠনিক অবকাঠামো সৃষ্টি;
- কর্মকাণ্ডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি;
- প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তার আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে জীবিকা ও জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন।

সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা: ৫টি বিভাগের ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলা

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত

প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস: ১৯৮৩.০৬ লক্ষ্য টাকা (জিওবি ১৮৩৫.৯৬ লক্ষ্য এবং কৃষক সমবায় সমিতি ১৪৭.১০ লক্ষ্য টাকা)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বিআরডিবিভুক্ত ৫২৪টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রকল্প এলাকা : বৃহত্তর রংপুর বিভাগের ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদ : এপ্রিল, ২০১৪ হতে মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত।

বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস : ৯৪৮৭.৫৯ লক্ষ্য টাকা, বাংলাদেশ সরকার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- প্রকল্প এলাকার দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;

- উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং Market Linkage গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন;
- স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে (বাৎসরিক মাত্র ৬% হারে) উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

বিআরডিবি কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা- ১৫৬৬ জন

খ) বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা- ০৮ জন

গ) মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী উপকারভোগীর সংখ্যা- ৪.৩৫৮৩ লক্ষ্য জন

বিআরডিবি'র অধীনে পরিচালিত নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	খাদিমনগর, সিলেট
২	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)	মাইজদী, নোয়াখালী
৩	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ডব্লিউটিসি)	টাংগাইল

বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কিছু চিত্র

শস্য ঋণের সুদ মওকুফের ভর্তুকির চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

বিআরডিবি'র সুফলভোগী রহিমা আক্তার, নেত্রকোনা সদর, সামাজিক কর্মকান্ডে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরষ্কার গ্রহন করছেন

বিআরডিবি'র ক্ষুদ্র ঋণ বদলে দিয়েছে আজিজুলের জীবন

তাতঁ বুননে সফল জুয়ামতিং বম সদর, বান্দরবন

পান চাষে ব্যস্ত আজিজুল মোড়ল, দিঘলিয়া, খুলনা

ফলের বাগান তৈরি ও পাখি পালনে ব্যস্ত নাছিমা বেগম

দেবলা রানী কাকড়াঁ চাষে ব্যস্ত কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা

৪.৪ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বগুড়ায় আঞ্চলিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী নামে যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯৯০ সালে তা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া হিসেবে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ম্যানডেট অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডেমী ২০১৪-১৫ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিজস্ব, একাডেমীর বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে যৌথ উদ্যোগে মোট ১৬৫ টি কোর্স পরিচালনা করে। এ সকল কোর্সে সর্বমোট ৬২,৮২৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৫,৭৭১ জন পুরুষ এবং ১৭,০৫২ জন মহিলা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ

উদ্যোক্তা		কোর্স সংখ্যা	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জনদিবস
				পুরুষ	মহিলা	মোট	
১।	একাডেমীর নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ	১৭	২৪	৬১৫	৩২৫	৯৪০	৫০০২
২।	একাডেমীর প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ	১২	৬৩	২৫১০	১৬১০	৪১২০	১৫৫৫৬
৩।	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ	৩০	১১৭	২৬৫৯	১৩৫৪	৪০১৩	৩১৯৪৬
৪।	বহিরাগত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ	৯৫	১১৯	৭২৬২	১৮১৭	৯০৭৯	১৭৭২৬
৫।	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রী ও সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ একাডেমীর উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ড পরিদর্শন	১০	১০	৩৭০	১৮১	৫৫১	৬২৭
৬।	আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৫	১	১	**৩২৩৫৫**	**১১৭৬৫**	**৪৪১২০**	**৪৪১২০**
	মোট	**১৬৫**	**৩৩৪**	**৪৫৭৭১**	**১৭০৫২**	**৬২৮২৩**	**১১৪৯৭৭**

(বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত সময়ে (জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫) দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিতি কম হয়েছে)।

গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লীবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করা গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরিতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গবেষণার বিষয়সমূহ

- **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।
- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক

গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (Demography), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।

- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ, নার্সারি/হোম গার্ডেনিং, পশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি অর্থনীতি, ইত্যাদি।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানী, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু ফসলের বিভিন্ন জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ, দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় লবণ সহিষ্ণু জাতের উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

একাডেমীর গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমী প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৩৭৫টি গবেষণা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১৪ টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। নিচে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা সংযোজন করা হলো।

প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে (১৪ টি প্রতিবেদন)

S. l.	Name of Research Projects	Researcher(s)	Sponsors
1.	Impact Analysis of National Service Programme at Kurigram District	Dr. Ranajit Chandra Adhikary Abdullah Al Mamun H. M. Alauddin Md. Shafiqur Rashid	Ministry of Youth and Sports
2.	Impact Evaluation of Women Training Centre of Department of Women Affairs	Dr. Md. Munsur Rahman Md. Nurul Amin Md. Shafiqur Rashid	Ministry of Women and Child Affairs
3.	Impact Study on "Empowering Adolescents through organizing them in Adolescent Club for brining Positive Change within Community" Project	Tariq Ahmed AKM Khairul Alam Sarawat Rashid Sk. Shahriar Mohammad	Ministry of Women and Child Affairs
4.	Sustainability of Total Quality Management Approach in Improving Public Service Delivery: A Case Study in 12 Upazila of Bogra District	Dr. Md. Munsur Rahman Shaikh Shahriar Mohammad Md. Shafiqur Rashid Md. Mizanur Rahman	IPS-TQM Project, JICA/BPATC
5.	Effect of Sunlight on Growth of Potato Plantlets in Plant Tissue Culture Laboratory	Md. Mizanur Rahman	RDA
6.	Role of NGO-led Development Programmes for Promoting Sustainable Rural Development in the Northern Region of Bangladesh: A Study on Leading NGO, TMSS	Md. Mazharul Anowar	RDA
7.	Impact of Asset Transfer on the Livelihood of Char Dwellers	M. A. Matin AKM Zakaria Dr. Nazrul Islam Abdullah Al Mamun	RDA
8.	বগুড়া জেলার উদ্যান নার্সারীতে মহিলা শ্রমিকদের অবদানের উপর একটি সমীক্ষা	Nargis Jahan	RDA

S. l.	Name of Research Projects	Researcher(s)	Sponsors
9.	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের বর্তমান ব্যবহার ও এটি অধিকতর কার্যকর করার উপায়	Md. Abdur Rahim	RDA
10.	Socio-economic and Political Background of Women Vice Chair in the Upazila Parishad: A Study in Rajshahi and Rangpur Division	Salma Mobarek	RDA
11.	Annotated Bibliography of RDA Publications	S.M. Mohammad Ali	RDA
12.	Transformation of Institutional Libraries from Manual to Digital Online System: An Analysis	S.M. Mohammad Ali	RDA
13.	Impact of Seed Technology Interventions on the Role of Rural Women in Improving Quality of Farm Retained Rice Seed **(PhD Dissertation Completed**)	AKM Zakaria	RDA
14.	Effect of Fish Culture on Soil Health Status in Rice Field: A Study in Bogra District	Macksood Alam Khan Md. Khalid Aurangozeb	RDA

প্রায়োগিক গবেষণা

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বিগত প্রায় তিন দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমানে এডিপিভুক্ত ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও এডিপি বহির্ভুত ১টি এবং একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ৮টি সেন্টার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও আরডিএ উদ্ভাবিত বিভিন্ন মডেল এর তথ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

এডিপিভুক্ত ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

১. গবাদিপশু পালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প;
২. সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প;
৩. যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প;
৪. আরডিএ খামার এবং ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প;
৫. ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ'' সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প;
৬. পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প; এবং
৭. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

এছাড়াও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপিতে সবুজ পাতায় বরাদ্দ বিহীনভাবে ১৩ টি প্রকল্প তালিকাভুক্ত রয়েছে।

এডিপি বহির্ভূত কার্যক্রম

১. ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত সেন্টারসমূহঃ

১) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম)
২) গবাদিপশু উন্নয়ন কেন্দ্র (সিডিআরসি)
৩) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (এসবিসি)
৪) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)
৫) চর ডেভলোপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (সিডিআরসি)
৬) সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভলোপমেন্ট (সিসিডি)

৭) পল্লী পাঠশালা সেন্টার (পিপিসি)
৮) আরডিএ প্রদর্শনী খামার

বাস্তবায়নাধীন ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি
এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহ

১) গবাদিপশু পালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প ।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত ইহা একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। বর্তমানে দেশের জ্বালানী শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তির বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও উৎপাদনকৃত বায়োগ্যাস হতে অপদ্রব্য (ময়েশ্চার, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস) পরিশোধনের মাধ্যমে বোতলজাতকরণ ও সিএনজিতে রূপান্তর করে যানবাহন ও জেনারেটর চালানোর ব্যবস্থাসহ দেশে জৈব সারের চাহিদা মেটানো মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

দেশের বিভিন্ন এলাকায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড তথা-গবাদিপশু পালন, বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণ, জৈব সার উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি তথা অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র কমিয়ে আনাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি
প্রকল্প প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	সেপ্টেম্বর ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৫১৫৫.৭৪ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা	:	দেশের ৭টি বিভাগে মোট ১১২টি স্থানে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

- কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ (ক্যাপাসিটি ১০০-১৫০ কিউবিক মিটার) ও উৎপাদিত ব্যয়োগ্যাস বোতলজাতকরণ;
- বিকল্প জ্বালানী শক্তি হিসেবে পরিবেশ বান্ধব বায়োগ্যাস ব্যবহার;
- প্রকল্প এলাকায় সেচ ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে কম খরচে গভীর নলকূপ ও পানি সরবরাহের নেটওয়ার্ক নির্মাণ;
- জৈবসার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ;
- বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- বর্গা ও ঋণের মাধ্যমে গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচী পরিচালনা।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ১১২টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১০৬টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের সুবিধাভোগীবৃন্দের নিজ নিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড (আইজিএ) নির্বাচনের মাধ্যমে মোট ১০৬টি উপ-প্রকল্প এলাকার ১২১২২ জনকে গরু মোটাতাজাকরণ ও গবাদিপশু পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা হয়েছে।
- এছাড়াও বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের মাঝে বর্গা প্রথায় গবাদিপশু পালন ও মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ডে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৭৯টি উপ-প্রকল্পে মোট ৯৪৭ টি গরু বর্গা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশু পালন কার্যক্রম

কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্লান্টের বহুমুখী ব্যবহার কার্যক্রম

২) সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

সরকার ঘোষিত কর্মসূচীর মধ্যে সবার জন্য সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া প্রকল্পটি সমগ্র দেশে মোট ৭৮টি এলাকায় বাস্তবায়ন করেছে। যেখানে সরকারের কোন ভর্তুকি ব্যতিরেকে গ্রামীণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহসহ বহুমূখী ও উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

আরডিএ উদ্ভাবিত সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি উৎপাদনে দক্ষ ও সাশ্রয়ী পানি সম্পদ ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র বিমোচন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি
প্রকল্প প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৬৪২৫.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকা	:	দেশের ৭টি বিভাগে মোট ৭৮টি স্থানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

- দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপ স্থাপন;
- সেচকার্যে উন্নত পানি পরিবহন ব্যবস্থা নির্মাণ;
- গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক নির্মাণ;
- প্রয়োজনে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন;
- বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকল্পের সীডক্যাপিটাল হতে আরডিএ ক্রেডিট পরিচালনা;
- প্রদর্শনীমূলক ফসল উৎপাদন;
- শাক-সবজি উৎপাদন ও নার্সারি স্থাপন;
- গবাদী পশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য চাষ বিষয়ক খামার স্থাপন;
- কৃষি পণ্যের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন;
- কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ;
- বিকল্প সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন ও ব্যবহার;
- হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও পচনশীল দ্রব্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৭৮টি উপ-প্রকল্পে প্রকল্প কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক যেমন- হাঁস-মুরগী পালন, হর্টিকালচার ও নার্সারী উন্নয়ন, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৯৩৫৬ জন সুফলভোগী ও উপ-প্রকল্প এলাকার সেচ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মোট ৭৮টি উপ-প্রকল্পে প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল খাতের অর্থে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় আয়বর্ধনমূলক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও গভীর নলকূপের পানি সেচসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে

৩) যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি'র অর্থায়নে পরিচালিত একটি কারিগরি সহায়তাধর্মী চলমান প্রকল্প। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনজীবনে মারাত্মক হুমকীর সৃষ্টি হচ্ছে। চরাঞ্চলগুলো নদী বেষ্টিত এবং মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যোগাযোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। চরের এই ভৌগলিক বিপর্যয় এবং মূল-ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ব্যাপক প্রভাব ফেলে যোগাযোগ, বাজার ব্যবস্থাপনা তথা চরগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। তদুপরি, চরগুলো অনেকগুলি কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্ভাবনাকে আঁকড়ে ধরে আছে। যার ফলে চরগুলো শস্যভান্ডার হিসেবে খ্যাত। উৎপাদিত খাদ্য শস্যই স্থানীয় বাসিন্দাদের আয়ের অন্যতম উৎস এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের নিরাপদ ক্ষেত্র। কিন্তু চরাঞ্চলে টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা না থাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হচ্ছে না ফলে চরবাসী দিন দিন চরম দারিদ্রতা, অনিশ্চয়তা এবং বিপর্যয়সহ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

M4C প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জেলার চরে বসবাসকারীদের দারিদ্রতা ও বিপর্যয় হ্রাস করা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এর সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চর উৎপাদকদের কর্মকান্ডকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের অর্থায়ন	:	এসডিসি এবং জিওবি
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	মে ২০১৩ হতে নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।
অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	:	৬৩০৮.৮৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য- ৫৫৫৯.৮৫; জিওবি-৭৪৯.০০ লক্ষ)
প্রকল্প এলাকা	:	দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মোট ১০টি জেলার (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারি, টাঙ্গাইল এবং পাবনা) চরাঞ্চল।

প্রকল্পের কার্যক্রম

- চরাঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যের (ভূট্টা, মরিচ, পাট) উৎপাদন ও উৎর্ষতা সাধনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উন্নত জাত, উৎপাদন পদ্ধতি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ।
- নদীর উভয় তীরে ভাসমান ঘাট সম্প্রসারনের সুযোগ সৃষ্টি ও তা উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং
- চরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

চর জনগোষ্ঠীর গ্রুপ ফর্মেশন এবং কৃষি উন্নয়ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্ধারিত ১০টি জেলার মধ্যে ৮টি জেলায় ৪টি এনজিওসহ ১টি এগ্রো-মেশিনারী কোম্পানী নির্বাচন করা হয়। ৭টি কৃষি উৎপাদন খাত (ভূট্টা, মরিচ, পাট, পিয়াজ, সরিষা, বাদাম এবং ধান) হস্তশিল্প, আর্থিক সেবা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ৬০,০০০ চর পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচিত জিও, এজিও, স্থানীয় সেবাদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। স্থানীয় পর্যায়ের ১,০০০ খুচরা বিক্রেতাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১৩১,৪৮৩ কৃষককে ৯১৪০টি ব্যাচে এবং ভূট্টা, মরিচ, পাট, পিয়াজ, সরিষা, বাদাম এবং ধান ইত্যাদি ফসলের উপর ১৭,০০০ প্রদর্শন করা হয়েছে। চরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে ৭টি উন্নত চরের গাড়ি, ১০টি নৌকা এবং ১টি ভাসমান ঘাট তৈরি করা হয়েছে।

৪। আরডিএ খামার এবং ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে ইহা একটি চলমান প্রকল্প। গ্রামবহুল বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া ১২০ একর জমির উপর সবুজ শ্যামল ক্যাম্পাস গড়ে উঠেছে। যেখানে ৮০ একর জমিতে একটি প্রদর্শনী খামার রয়েছে। প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে দ্রুত সম্প্রসারণ/বিস্তারের জন্য এ প্রদর্শনী কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের সকল উপাদানের সমন্বয়ে সজ্জিত একাডেমী প্রদর্শনী খামারকে ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত NIRD এর আদলে একটি Technology Park হিসেবে গড়ে তোলা।

পাশাপাশি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রামীণ জনপদের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এবং একাডেমীর সর্বসরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা ও আধুনিক শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করণে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

আরডিএ, বগুড়া'র প্রদর্শনী খামারের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নসহ একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষা প্রযুক্তিসহ শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	আরডিএ, বগুড়া ক্যাম্পাস।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৪২০.৯০ লক্ষ্য টাকা।
ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৫২৩.৩৪ লক্ষ্য টাকা।
চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৯০০.০০ লক্ষ্য টাকা।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- প্রকল্পের আওতায় ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজের প্রশাসনিক ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৩ তলা পর্যন্ত, মহিলা হোষ্টেল (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৩ তলা পর্যন্ত ও সেলফ্ হেলপ্ গ্রুপের জন্য (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলছে।
- প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী খামারে ডেইরী ইউনিটে উন্নত জাতের ১০টি দুগ্ধবতী গাভি সংগ্রহ করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় ১টি প্রশিক্ষণ বাস, ১টি স্কুল বাস ও ১টি পিক-আপ সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫। ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ'' সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

কৃষি জমি অপচয় রোধ ও ''পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন'' ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট **'পল্লী জনপদ'** নির্মাণ'' সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য পল্লী জনপদ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগে একটি করে মোট ০৭ টি এলাকায় পাইলট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার- টাঃ ৩৬,২৯৮.০০ লক্ষ্য ও সুবিধাভোগী- টাঃ ৬,১৩৫.৭৮ লক্ষ)
ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২৭৬৯.২৯ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	টাকা ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমুহ

ক) বহুতল বিশিষ্ট (৪ তলা) ৭টি ভবন নির্মাণ;

খ) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনসহ উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত ৭টি ভবন নির্মাণ (৩ তলা);

গ) সৌর প্যানেল স্থাপন;

ঘ) নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা;

ঙ) পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ আধার নির্মাণ;

চ) অগ্নিনির্বাপকের সুযোগ এবং পরিবেশ উন্নয়নে জলাধার (লেক) নির্মাণ;

চ) রন্ধনকাজে বিকল্প জ্বালানী শক্তি ব্যবহারে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ;

ছ) বায়োগ্যাস প্লান্টহতে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদন এবং বিপণন;

জ) সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং

ঝ) উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

৬। পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। জবলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ধান, দানা জাতীয় শষ্য এবং বিভিন্ন সবজি উৎপাদনে সেচের পানি, উৎপাদন উপকরণ ও জ্বালনী সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব রেইজড বেড, এসআরআই, এডব্লিউডি এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রযুক্তির বহুল প্রচলন, জনপ্রিয়করণ ও মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির উদ্ভাবিত টেকনোলজী ও তার ব্যবহার

পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির উদ্ভাবিত টেকনোলজী ও তার ব্যবহার

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করাই প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের ৭টি বিভাগের মোট ২০০ টি এলাকায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৯০২.০০ লক্ষ টাকা।
ডিসেম্বর- ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৬২.৩১ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	এপ্রিল- ২০১৪ হতে ডিসেম্বর-২০১৯ পর্যন্ত।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

ক) প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারনের জন্য একাডেমী খামারসহ ২০০ টি এলাকায় ফসল উৎপাদনে পানি সাশ্রয়ী মডেল (AWD, RB and SRI) প্রদর্শনী করা হবে এবং দেশের ৭ টি বিভাগের ৭ টি জেলায় ৭ টি মাদার ট্রায়েল করা।

খ) একাডেমীর প্রদর্শনী খামারে (AWD, RB and SRI) প্রধান গবেষণা ল্যাবঃ স্থাপন।

গ) খামার যান্ত্রিকীকরণে উৎসাহ প্রদানের অংশ হিসেবে পাওয়ার টিলারের সাথে প্রয়োজনীয় এ্যাটাচমেন্ট (বেড ফর্মার) ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও প্রকল্প এলাকায় কৃষকের মাঝে বিতরণ করা।

ঘ) ৮০০ জনকে মডেল সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। ৮০০০ জন কৃষককে ফার্মার্স ফিল্ড স্কুল এবং ৩২০ জনকে মেশিনারী অপারেশন শীর্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তরের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;

ঙ) প্রযুক্তিসমূহ বহুল জনপ্রিয়করণ ও প্রসারের জন্য ৫৬০ টি মাঠ দিবস আয়োজনের ব্যবস্থা করা;

চ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিদর্শনের ব্যবস্থা;

ছ) প্রকল্পের সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতি প্রকল্প এলাকায় গড়ে ২.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণের (সীড ক্যাপিটাল) ব্যবস্থা।

জ) এ প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে প্রচলন ও সম্প্রসারণের জন্য ডক্যুমেন্টেশন ও প্রচারনা।

ঝ) সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে পরিকল্পা গ্রহণের জন্য ওয়ার্কসপ/সেমিনারের আয়োজন।

৭। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অক্টোবর- ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর- ২০১৮ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করা নিমিত্ত আরডিএ, বগুড়া'র অধীনে রংপুরের তারাগঞ্জ জেলায়

বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর আদলে একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্য গত ১৮/১০/২০১৫ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর এর ক্যাম্পাস

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

রংপুর বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন যাত্রার মানন্নোয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র অধীনে রংপুরে একটি আঞ্চলিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১১১৩২.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	টাকা ৪০০.০০ লক্ষ টাকা। তবে সংশোধিত এডিপিতে ১৬৯৬.০০ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থ অবমুক্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকল্পের কর্মকান্ড

- ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ ও সাইট ডেভলোপমেন্ট।

নির্মাণ/স্থাপনা কার্যক্রম

অফিস ভবন নির্মাণ

- প্রশাসনিক ভবনঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- অনুষদ ভবনঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- খামার ভবনঃ (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ) গ্রাউন্ড ফ্লোর ও ১ম তলা- ক্যাফেটেরিয়া, ২য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র, ৩য় তলা গেস্ট হাউস

আবাসিক ভবন নির্মাণ

ক) মর্ডান হোষ্টেলঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ
খ) সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা ও পুরুষ) (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা সম্পন্ন
ঘ) পরিচালকের বাংলোঃ (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ

ঙ) ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ
চ) ষ্টাফ কোয়ার্টার (এ, বি, সি টাইপ) (১০তলা ফাউন্ডেশন) ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ

এছাড়াও আরডিএ, বগুড়া'র প্রদর্শনী খামারের আদলে সাতটি ইউনিট (ক) কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; (খ) ফসল ইউনিট; (গ) ডেইরী ইউনিট; (ঘ) পোল্ট্রি ইউনিট; (ঙ) মৎস্য ইউনিট (চ) উদ্যান ও নার্সারী ইউনিট; (ছ) টিস্যু কালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট গড়ে তোলা হবে।

এডিপি বহির্ভূত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

১। ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

যে কোন জীবন্ত উৎস থেকে যে বস্তু পাওয়া যায়-তার নামই জৈব পদার্থ। যেমন গরু থেকে গোবর, গাছ থেকে পাতা, ধান গাছ থেকে খড় ইত্যাদি। এই সব জৈব পদার্থই মাটির জীবন। যে মাটিতে জৈব পদার্থ থাকে না - তা মরা মাটি, সহজ কথায় মরুভূমি। মাটির জৈব পদার্থের মধ্যে বসবাস করে লক্ষ-কোটি অনুজীব যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। এই অণুজীবেরাই মাটির প্রাণশক্তি। মাটির জৈব পদার্থের আশ্রয়ে থেকে এরা গাছের খাদ্যকে গাছের গ্রহন উপযোগী করে তৈরি করে দেয়। এর পর গাছ তা শিকড় দিয়ে শুষে নিয়ে নিজের খাদ্য তৈরি আর আমাদের জন্য তৈরি করে ফুল, ফল, শাক, সবজি দানা-শস্য সেই সাথে সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান - অক্সিজেন। তাই অনুজীব ছাড়া আমাদের এবং পৃথিবীর অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।

মাটিতে যত বেশী পরিমাণে জৈব পদার্থ যোগ হবে অনুজীবের আবাসস্থল তত বড় হবে, অনুজীবের সংখ্যাও বেড়ে যাবে আনুপাতিক হারে। ফলাফলে মাটি ফিরে পাবে প্রাণশক্তি আর পানি ধারণ ক্ষমতা, ফসলের খাদ্য তৈরি হবে বেশী, উৎপাদনও বেড়ে যাবে একই তালে। মাটির এই অবস্থার নাম উর্বরতা গাছের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য সঠিক মাত্রায় প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান যে মাটিতে উপস্থিত থাকে সেই মাটিকে উর্বর মাটি বলে। মাটির উর্বরা শক্তির প্রধান উৎস হল জৈব পদার্থ।

আদর্শ উর্বর মাটিতে সাধারণতঃ শতকরা ৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকা প্রয়োজন, কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমাগত চাষাবাদ আর মাটির প্রতি অবহেলার কারণে বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থ কমতে কমতে গড়ে শতকরা ১ ভাগের নিচে নেমে মাটির উর্বরতা হ্রাসের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মুমূর্ষ মাটিকে বাঁচাতে তাই দরকার জরুরী চিকিৎসা।

প্রানশক্তিহীন মাটির চিকিৎসা একটাই। বেশী বেশী জৈব পদার্থ (বা জৈব সার) প্রয়োগ করে মাটির প্রাণ শক্তি বা উর্বরতা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সেখানেও রয়েছে বাধা। জনসংখ্যার চাপে গোবর, খড়-নাড়া, গাছের পাতা, ফসলের অবশিষ্টাংশ এসবের বেশিরভাগই চলে যায় জ্বালানী খাতে। গ্রাম পর্যায়ে গোয়াল ঘর আর গৃহস্থালীর আবর্জনা দীর্ঘ দিন জড় করে পাউশ হিসেবে যে জৈব সার তৈরি হয় তাকে সার না বলে অসার বলাই ভাল। খোলা আকাশের নিচে রোদ, বৃষ্টিতে আর চোয়ানীতে ক্ষয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ পাউশে খুব একটা সার বস্তু থাকে না বললেই চলে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- ট্রাইকোডার্মা একটিভেটরের উৎপাদন ও জনপ্রিয়করন

- ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া ও বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণ ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্টিং টেকনোলজী এর মাধ্যমে আরডিএ ল্যাব. থেকে ৭২০ লিটার সাসপেন্সন ও ২৪০০ কেজি বায়ো-পেষ্টিসাইড তৈরী করা হয়েছে যা ১১টি জেলার ৩৮৭৪ জন কৃষকের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা প্রকল্পের অধীনে ১২৫০ জন নারী বীজ ব্যবসায়ী ১০টি বীজ কোম্পানীর মাধ্যমে ৭,৫৫,০০০ কেজি বীজ বিপনন করেছে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত সেন্টারসমূহ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া জন্মলগ্ন থেকে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করেছে। মডেলসমূহের অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৩ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সিআইডব্লিউএম- এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ২০১২ সালের জুলাই মাসে একাডেমীর বোর্ড অব গভর্ণরস (বিওজি) আরডিএ'র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সিআইডব্লিউএম এর আদলে নিম্নবর্ণিত আরো নতুন ৬টি কেন্দ্র একাডেমীতে প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করে। নিম্নে ৭টি সেন্টারের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হলোঃ

১। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (CIWM)

একাডেমী উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি সমগ্র দেশে মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই নিজস্ব আয় থেকে ২০০৩ সাল হতে কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়ে আসছে। মোট ২৯ জন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও কেন্দ্রের সফলতার উপর ভিত্তি করে ২০১২ সালে সাংগঠনিক কাঠামোটি সংশোধন পূর্বক মোট ৬০ জনে উন্নীত করা হয়।

(১) বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প

সাভার, ঢাকায় দেশের প্রথম পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থানান্তরের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিশোধন পূর্বক ট্যানারী ও খাবার পানির গুনগতমানে পানি সরবরাহের দায়িত্ব আরডিএ, বগুড়াকে প্রদান করা হয়। যেখানে একাডেমী ওভারহেড ট্যাংক ব্যতিরিকে Pressurized পদ্ধতিতে ঘন্টায় ৯৫০ ঘনমিটার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি একাডেমীর সেচ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় মাত্র তিন ভাগের একভাগ ব্যয়ে (মোট টাকা ২৪৬২.৮৪ লক্ষ) কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

সিআইডব্লিউএম এর ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য চলমান কর্মকান্ড

১. ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঘোড়াশাল, নরসিংদী প্লান্টে ও আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৩ (তিন) টি গভীর নলকূপ স্থাপনসহ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ চলছে।
২. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউ-এর আওতাধীন চিংড়ী গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট ও স্বাদু পানি গবেষণা কেন্দ্র যশোরে ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হ্যাচারী ও গবেষণা কাজে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।
৩. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রূপগঞ্জ পাম্প হাউস, কালিগঞ্জ, গাজীপুরে ৫.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নলকূপ হতে ঘন্টায় ৩ হাজার লিটার পানি উত্তোলনপূর্বক পরিশোধন করে সরবরাহ করা হচ্ছে।
৪. Energies Power Corporation শিকলবাহা, চট্টগ্রাম পাওয়ার প্লান্ট এলাকায় ৩৯.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে প্লান্টে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।
৫. বাংলাদেশ বিদ্যুতায়ন বোর্ড, খুলনা পাওয়ার ষ্টেশন, খুলনায় পানি সরবরাহের জন্য ৩৭.০০ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করে পানি সরবরহ করা হচ্ছে।

৬. সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস গাজীপুর, পানি সরবরাহের জন্য ২৯.৮৬ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।
৭. পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা ঘোড়াশাল , পানি সরবরাহের জন্য ৩৩.৩৩ লক্ষ টকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।
৮. এছাড়া ইতোপূর্বে স্থাপিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্টের সার্ভিসিং ও মেইনটেনেন্স ওয়ার্ক চলমান রয়েছে।
৯. সিদ্ধিরগঞ্জ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ (২১০ মে:ও) সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ। ৪৮.৫ লক্ষ টাকা গভীর পাম্প হাউজ নির্মাণ।
১০. রামপাল (৬৫০× ২ মে:ও:) কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বাগেরহাট ৫৪.০০ লক্ষ টাকা গভীর নলকূপ ও পাইপ লাইন ও ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ
১১. শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ ৫৮.৫০ লক্ষ টাকা গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধকরণ, পাম্প হাউজ ও রিজারভার নির্মাণ।
১২. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ১৯.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভীর নলকূপ স্থাপন।
১৩. হবিপুর (৪১০ মে:ও:) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হরিপুর, নারায়নগঞ্জ ৫২.৮০ লক্ষ টাকা।
১৪. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ৩৮.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভীর নলকূপ স্থাপন।
১৫. গোপালগঞ্জ টিটিসি, গোপালগঞ্জ ৫৪.০৫ লক্ষ টাকা গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধকরণ, পাম্প হাউজ ও রিজারভার নির্মাণ।
১৬. বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইন্সস্টিটিউট, বিএলআরআই, সাভার ঢাকা ৭০.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভীর নলকূপ ও পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।
১৭. জিটিসিএল মনোহরদি, নরসিংদী ৫৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন।
১৮. ইন্সস্টিটিউট অব মেরিন একাডেমী, সিরাজঞ্জ ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভীর নলকূপ ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন।
১৯. র‍্যাব-১২, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ ১৮.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- সেন্টারের নিজস্ব আয় থেকে প্রায় ১০টি এলাকায় একাডেমীর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও/সমিতি প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% অগ্রিম প্রদান করে এবং অবশিষ্ট ৫০% দুই/তিন বছরে ১১% সরল সুদে পরিশোধযোগ্য মর্মে নতুন চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই কেন্দ্রের নিজস্ব আয় থেকে এ পর্যন্ত ২ জন লোকের চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে এভাবে বলা যায় যে, ২৩৯টি পরিবারের (পরিবার প্রতি ৩/৪ জন হিসেবে) মোট প্রায় ১০০০ জনের সুন্দর জীবন জীবিকার স্থায়ী ব্যবস্থা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- চলতি অর্থ বছরে সেন্টার কর্তৃক একাডেমীর রাজস্ব বাজেটে ২০.০০ লক্ষ টাকার যোগান দেয়া হয়েছে।
- দেশের ৭টি বিভাগে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও/সমিতি এবং ব্যক্তিমালিকানা পর্যায়ে প্রায় ২০৫টি এলাকায় একাডেমী উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি মডেল সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে ফলে প্রায় ১ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে।
- আরডিএ'র সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বিভিন্ন জিও (ডিএই, এলজিইডি, পিডিবি, আরইবি, ডিপিএইচই, বিএমডিএ, সেতু কর্তৃপক্ষ, জেএফসিএল, বিসিক) এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা, জিকেএফ)-তে সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।
- পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহারের মডেলটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।
- পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রযুক্তি ও আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পল্লী এলাকায় সম্প্রসারণের ফলে গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবিকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম

পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড। সাধারণত দেখা যায় দেশের পৌর এলাকায় ভূর্তকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও দেশের পল্লী এলাকায় সরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে পানি সরবরাহের বিল পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র পানির বহুমুখী ব্যবহারের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগোপোযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল পরিশোধের সক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য নিমণরূপঃ

- সুফলভোগীদের অর্থ-সামাজিক ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন (সমিতি/দল/এনজিও) শক্তিশালীকরণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকারজনগোষ্ঠির (পুরুষ/মহিলা) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহ প্রদান;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং
- মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

আরডিএ-ঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট

- সদস্য অন্তর্ভুক্তির পূর্বে আর্থ-সামাজিক জরিপ সম্পাদন
- ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ৫ থেকে ১৫ জন সর্বোচ্চ সদস্য নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন;
- IGA কেন্দ্রিক (পাড়া ভিত্তিক, সমমনা, প্রতিবেশী, আশপাশ এলাকার সদস্যদের নিয়ে) দল গঠন;
- নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং ঋণকে পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করা;
- জামানত বিহীন ঋণের ব্যবস্থা;
- স্বল্প হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ।
- একক ব্যক্তির নির্দিষ্ট কর্মকান্ডের বিপরীতে ঋণ বিনিয়োগ;
- একক এবং দলের যোগ্যতার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান। সকল পর্যায়ে পূর্বের ঋণ ১০০% সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ থাকা;
- ঋণের আদায়কৃত অর্থ হিসাব মোতাবেক আসল ও সার্ভিস চার্জ একই একাউন্টে নিয়মিত জমা করা এবং
- সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরাসরি গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগীদের হাতে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- এই লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিআইডব্লিউএম কর্তৃক জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট ২৫১ টি উপ–প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- সীড ক্যাপিটাল বাবদ মোট ৪৪.৩৬ কোটি টাকা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে মোট ৮২.৫৪ কোটি টাকা ২০৩৩৮ (পুরুষ- ১১২১৫ এবং মহিলা- ৯১২৩) জন সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণ আদায়ের হার ৮৭.০৩%।

- আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবৎ ৮৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ১৭,৮৩১ জন সুবিধাভোগীর আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

আরডিএ ঋণ কর্মসূচী পরিদর্শন করছেন একাডেমীর মহাপরিচাক এবং আইএমইডির পরিচালক

২। গবাদিপশু গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র

একাডেমীর গবাদিপশু গবেষণা উন্নয়ন ও কেন্দ্রের মাধ্যমে ইতোমধ্যে উন্নত জাতের সিমেন সংগ্রহ করে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ চরাঞ্চলে ১৭,৫১০ টি গবাদিপশুকে কৃত্রিম প্রজনন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য পিরোজপুর এবং গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় সাব-সেন্টার স্থাপন করা রয়েছে।

সীমেন সংগ্রহ ও ল্যাবে সংরক্ষণ

৩। সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার

আরডিএ সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার এ বছর বিভিন্ন জাতের ৮০ মেঃ টন রোগমুক্ত বীজআলু এবং প্রায় লক্ষাধিক টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। সেন্টারটি আরডিএ বায়োটেকনোলজি ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত পদ্ধতিতে, আলু চাষ, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারিগরী সহায়তাও প্রদান করে আসছে।

টিস্যুকালচারের মাধ্যমে আলু উৎপাদন

৪। চর উন্নয়ন ও গবেষণা সেন্টার

এ সেন্টারের আওতায় সিএলপি এবং এম৪সি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়িত কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

চর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

৫। রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)

একাডেমীর রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার এর আওতায় একাডেমী খামারে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে দিনের বেলায় সেচ পাম্প চালু রেখে ১৬-২০ একর

জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ফসলের নিবিড়তাকে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১১%-১৪% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এক মৌসুমে ধানের জমিতে দ্বি-স্তর পদ্ধতি ব্যবহার করে একই সাথে ধান ও মাচায় লাউ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১,১১,২৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন সরকারের জ্বালানী বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-লাহী

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে একাডেমীর বোর্ড অব গর্ভণরস (বিওজি) সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভলোপমেন্ট (সিসিডি) এবং পল্লী পাঠশালা সেন্টার (পিপিসি) শীর্ষক বিশেষায়িত সেন্টার একাডেমীতে প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করে পল্লী উন্নয়নের ধারাকে আরো ত্বরান্বিত করেছে।

আরডিএ প্রদর্শনী খামার

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমী ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের (ফসল, নার্সারি; পোলট্রি; ডেইরি; মৎস্য; টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি; বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট) সমন্বয়ে সরকারী পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Farm গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আটটি ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছেঃ (১) ফসল ইউনিট (২) নার্সারি ইউনিট (৩) পোলট্রি ইউনিট (৪) ডেইরি ইউনিট (৫) মৎস্য ইউনিট (৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট (৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট (৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট।

এক নজরে আরডিএ প্রদর্শনী খামারের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (২০১৪-১৫)

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট আয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	নীট লাভ (টাকা)
ফসল ইউনিট	৩৪.৩১	২৬.৮৫	৭.৪৬
নার্সারী ইউনিট	১২.০০	১০.০৩	১.৯৬
পোলট্রি ইউনিট	১৩.০৩	১২.৯০	০.১৩
ডেইরী ইউনিট	৩৫.০৭	৩১.৯৯	৩.০৯
মৎস্য ইউনিট	১৬.৫৪	১২.২৩	৪.৩১
টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট	৩৭.৪৬	২৩.৫৯	১৩.৮৭
বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট	১০.০০	৮.০৫	১.৯৫
মোট	**১৫৮.৪১**	**১২৫.৬৪**	**৩২.৭৭**

আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিট

আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিসুক্যালচার ইউনিট

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট

সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি) মডেল

সরকারী গবেষণা কর্মকান্ডের পাশাপাশি ''সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি)'' আরডিএ এর সাথে কামাল মেশিন টুলস্ যৌথভাবে ওয়ার্কসপে আট ধরনের (মাড়াই, ঝাড়াই ও নিড়ানী যন্ত্র, চোপার মেশিন, বেড ফর্মার ইত্যাদি) ২৩৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি ও চার ধরনের ৩২০০ খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া অপর একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ''কৃষক ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'', ঢাকা এর সাথে পিপিপি মডেলে কার্যক্রম চলছে যা একাডেমীর বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও দ্রব্য (২৮ রকমের আম, বরই পেয়ারা, কাঁঠাল, মাশরুম, তেঁতুলের আচার, টমেটো ও তেঁতুলের সস, কমলার জেলি, সরিষার তেল, কোলেস্টেরল ফ্রি রাইস ব্রান তেল, ঘি, মধু ইত্যাদি) পল্লী ব্রান্ডে প্যাকেটিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করা হচ্ছে। আরডিএ-লিমরা প্রাঃ লিঃ, ঢাকা এর যৌথ উদ্যেগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা আয়োজন করে আসছে । আরডিএ এবং এসিআই লিঃ যৌথ উদ্যোগে একাডেমী প্রদর্শনী খামারে হাইব্রীড বীজ গবেষণা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পিপিপি মডেলে পরিচালিত কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া উদ্ভাবিত মডেলসমূহ

ভূগর্ভস্থ সেচ নালা মডেল

বাংলাদেশে ৮০'র দশকের পূর্বে স্থাপনকৃত একটি ২ কিউসেক (২ লক্ষ লিটার প্রতি ঘন্টা) ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপের মাধ্যমে যেখানে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভাব ছিল; সখানে আরডিএ উদ্ভাবিত ভূগর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে বোরো মৌসুমে একই ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপ দ্বারা ১৬৬ একর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এ প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে পানির অপচয় ৬০% থেকে ৫%-এ আনা সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। একাডেমী বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২৪৪টি এলাকায় ভূগর্ভস্থ সেচ নালার মডেল সম্প্রসারণ করতে সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বিএমডিএ, বিএডিসি এলজিইডি, ডিএইসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ মডেল সম্প্রসারিত হচ্ছে।

কম খরচে গভীর নলকূপ ও বহুমুখী ব্যবহার মডেল

দেশে প্রচলিত প্রযুক্তিতে ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপন করতে গভীরতা অনুযায়ী ব্যয় হয় ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। গভীর নলকূপ স্থাপনার ব্যয় কমানো সম্ভব না হলে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য গভীর নলকূপ কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে না। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে গভীর নলকূপ বসানোর খরচ কমানোর জন্য বর্তমানে একাডেমী নিজস্ব প্রযুক্তি এবং দেশীয় মালামাল ব্যবহার করে গভীরতা ও পানি উত্তোলন ক্ষমতা অনুযায়ী ০.৬০ লক্ষ থেকে ৫.২৫ লক্ষ টাকায় একটি গভীর নলকূপ বসাতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের দেশে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে শুধুমাত্র তিন মাস গভীর নলকূপ ব্যবহার হয়ে থাকে। একাডেমী এ গভীর নলকূপগুলিকে লাভজনক করার লক্ষ্যে এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে বছর ব্যাপী ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। গভীর নলকূপের ব্যবহার কেবলমাত্র সেচের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর পাশাপশি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করে পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করে আসছে। এছাড়াও পানি বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহারের মাধ্যমে গভীর নলকূপগুলির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অধিকতর সম্পৃক্ত করতে

সক্ষম হয়েছে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একদিকে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অপর দিকে তাঁদের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কম খরচে গভীর স্থাপন ও এর বহুমুখী ব্যবহার মডেল সরকারী, এনজিও এবং ব্যক্তি মালিকানায় দেশের প্রায় ২৭৫ টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আর্সেনিক ও আয়রণমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ মডেল

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে ভয়াবহ সমস্যার উদ্ভব হয়। এ সমস্যা মোকাবেলায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর গবেষকবৃন্দ ১৯৯৮ সন থেকে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের উপর বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে দুইটি পন্থা উদ্ভাবন করেছে (১) ভূ-গর্ভস্থ পানি পরীক্ষাকরণের মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত স্তর প্রাপ্তি সাপেক্ষে গভীর নলকূপ স্থাপন করে আর্সেনিকমুক্ত পানি উত্তোলন এবং (২) যে সকল এলাকায় মাটির নীচে কোন আর্সেনিকমুক্ত পানির লেয়ারের সন্ধান না পাওয়া যায় সে সকল এলাকার জন্য স্বল্প ব্যয়ে পানি ফিল্ট্রেশন প্লান্ট স্থাপন করে আর্সেনিক ও আয়রণমুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পানীয় জলের সমস্যা কবলিত এ সকল এলাকায় নিরাপদ পানি পাওয়ায় গ্রামের মানুষ শহরের ন্যায় সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে এবং পানি বাহিত রোগের প্রাদূর্ভাব বহুলাংশে লোপ পেয়েছে ফলে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান্নোয়ন সম্ভব হয়েছে।

সবার জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ মডেল

সরকারের ভর্তুকী ব্যতিরেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় খাবার পানি সরবরাহ মডেল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ মডেল দেশের ১২৬টি এলাকায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ২৫,২০০ পরিবারের মাঝে নিরবিচ্ছন্নভাবে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ হচ্ছে। এছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় ৮১টি ইউনিয়নের ৩৬টি গ্রামে প্রায় ১৮,০০০ পরিবারের মাঝে নিরবিচ্ছিন্ন মিঠা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছড়াও সরকারের জিওবির অর্থায়নে ৭৮টি এলাকার প্রায় ১৫,৬০০ পরিবারের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে।

শিল্প কারখানায় পানি সরবরাহের একাডেমী মডেল

যমুনা নদীতে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতার কারণে ''যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেডে'' ইউরিয়া সার উৎপাদন ব্যহৃত হতো। সারা বছর নিরবিচ্ছিন্ন সার উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখার স্বার্থে আরডিএ, বগুড়া'র মাধ্যমে তৎকালীন সরকার অর্থাৎ বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সাতটি গভীর নলকূপসহ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (অটোমেটিক) এর মাধ্যমে ঘন্টায় ৭২০ মেঃ টন পানি পরিশোধনপূর্বক ইউরিয়া সার উৎপাদন ও খাবার পানির গ্রহণযোগ্য মানে সরবরাহের মাধ্যমে সারা বছর ইউরিয়া সার উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত কাজ বিদেশিদের মাধ্যমে ৭২.০০ কোটি টাকায় করার কথা থাকলেও আরডিএ, বগুড়া দেশীয় প্রযুক্তিতে মাত্র ৩.২৫ কোটি টাকায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

কর্ণফুলি ইপিজেড, চট্রগ্রামে শিল্প কারখানাসমূহের পানির তীব্র সংকট নিরসনে সরকার বৈদেশীক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাকা ৬১.০০ কোটি ব্যয় কর্ণফুলি নদীর পানি পরিশোধনপূর্বক ইপিজেড এলাকায় সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আরডিএ, বগুড়া মাত্র ১৯.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে Reverse Osmosis প্রক্রিয়ায় কর্ণফুলির লবণাক্ত পানি পরিশোধন করে দৈনিক ২০ লক্ষ গ্যালন খাবার ও কারখানায় ব্যবহার উপযোগী মানে ২০০৮ইং সন হতে কর্ণফুলি ইপিজেড, চট্রগ্রাম এলাকায় সরবরাহ করে যাচ্ছে প্রকল্পটি বর্তমানে সাফল্যজনকভাবে চলমান রয়েছে।

পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনের লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি স্থানান্তরিত বিসিক চামড়া শিল্প নগরী সাভার এলাকায় আরডিএ, বগুড়া উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি Pressurized পদ্ধতিতে (দেশে সর্বপ্রথম Overhead Tank ছাড়া) ঘন্টায় এক লক্ষ লিটার পানি (ট্যানারী ও খাবার পানি গুনগতমানে) সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্প আরডিএ'র প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র এক তৃতীয়াংশ ব্যয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

কমিউনিটি বায়োগ্যাস মডেল

দেশের জ্বালানী শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তির বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস মডেলের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ-সমাজিক ও জীবনযাত্রার মান্নোয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। পাশাপাশি বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত গোবর ও বর্জ্য

থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার প্রস্তুত করে জমিতে ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির ফলে খাদ্য উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হওয়ায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প সমগ্র দেশের ১১২টি এলাকায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

বহুতল কৃষিতে প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রযুক্তি মডেল

সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহারের মাধ্যমে দিনের বেলায় সেচ পাম্প চালু রেখে ১৬-২০ একর (প্রায় ৫০-৬০ বিঘা) জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হয়েছে। এক মৌসুমে ধানের জমিতে ধান/ধান জাতীয় ফসলের উৎপাদন ব্যহত না করে একই সাথে একই জমিতে মাচায় লাউ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১,১১,২৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ফসলের নিবিড়তাকে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এতে জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১১%-১৪% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। মডেলটি সম্প্রসারণের জন্য সরকার ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

পল্লী ফসল ক্লিনিক (ফসলের ডাক্তার) মডেল

দেশের কৃষকেরা রোগ-বালাই এবং পোকা মাকড়ের হাত থেকে গাছপালা ও ফসলকে রক্ষার জন্য একমাত্র উপায় হিসাবে বিষাক্ত রাসায়নিক বালাইনাশকের (Toxic Chemical Pesticide) উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক পরামর্শের অভাবে অনুমান নির্ভর মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক বিষ ব্যবহার করেন পরিবেশ বিপর্যয়ের পাশাপাশি কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বহুগুণে বেড়ে যায়। এ অবস্থা নিরোসনে আরডিএ বগুড়া'র 'পল্লী ফসল ক্লিনিক' তথা ফসলের স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শ কেন্দ্র কৃষকের মাঝে ফসলে স্বাস্থ্য তথ্য সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা (ওয়াইজ মডেল)

গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বীজ সেক্টরে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করতে আরডিএ বগুড়া'র **গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসার মডেল** দেশের উত্তোরাঞ্চলে কার্যকর অবদান রেখে যাচ্ছে। মডেলটি সম্প্রসারণের জন্য সরকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ম্যাজিক পাইপ/পর্যবেক্ষণ পাইপ ও রেইজড বেড

ম্যাজিক পাইপ ও রেইজড বেড পদ্ধতিতে চাষাবাদ দেশের জন্য একটি আধুনিক প্রযুক্তি। বাংলাদেশে ১ কেজি ধান উৎপাদনে ৩০০০-৪০০০ লিঃ সেচ পানি প্রয়োজন। সর্বমোট পানির ৯৭ ভাগ পানি সেচ কার্যে ব্যবহার হয় এবং মোট জমির শতকরা ৪৬ ভাগ সেচের আওতাভূক্ত। কিন্তু দেশের ৭৫ ভাগ সেচ ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। প্রতিবছর গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। এ সকল নানা প্রতিকূলতা থেকে উত্তোরণে ম্যাজিক পাইপ ও রেইজড বেড পদ্ধিতে চাষাবাদ প্রচলন বৃদ্ধি একাডেমী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে ধান চাষে ১০-৩০% পানি সাশ্রয় এবং ২১-২৭% সেচের খরচ কমানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও রেইজড বেড পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে ৪৩% সেচ পানি, ইউরিয়া সার ও বীজ ব্যবহার সাশ্রয়সহ ও ফলন ১০-২০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি হ্রাসে এ মডেলে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। মডেলটি আরডিএ, বগুড়া'র মাধ্যমে সমগ্র দেশে সম্প্রসারণের জন্য ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

পল্লী জীবিকায়নে আরডিএ ঋণ মডেল

দেশের পৌর এলাকায় সরকারীভাবে ভর্তূকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও পল্লী এলাকায় সরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পানির বিল/চার্জ পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ উদ্ভাবিত পানির বহুমুখী ব্যবহার কর্মকান্ডের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগপযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল/চার্জ পরিশোধের ক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম) বিগত ২০০১ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ২৫১ টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

এডিপিভুক্ত (২০১৫-১৬ অর্থ বছরে) অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ (এক নজরে)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদন পর্যায়
১।	সৌরশক্তি ভিত্তিক সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০	পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পূনর্গঠন করে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	সমবায় ভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা/গ্রুপ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	ইতোমধ্যে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩।	সাশ্রয়ি গ্রীন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সবুজ পাতায় তালিকাভূক্ত। ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে পুনর্গঠন পূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।
৪।	আরডিএ উদ্ভাবিত গ্রামীন নারীর বীজ ব্যবসা মডেল সম্প্রসারণের মাধ্যমে টেকসই জীবিকায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সবুজ পাতায় তালিকাভূক্ত। ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে পুনর্গঠন পূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে ।
৫।	আরডিএ, বগুড়া'র আওতায় ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	সম্পূর্ণ নতুন প্রস্তাব। চলতি অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করা যায়।
৬।	নিরাপদ মাংস এবং দুধ উৎপাদনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	সম্পূর্ণ নতুন প্রস্তাব। চলতি অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।
৭।	কমিউনিটি ভিত্তিক গবাদিপশু পালন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (বাস্তবায়নকালঃ ১ জানুয়ারি, ২০১৬ - ৩০ ডিসেম্বর, ২০২০)	প্রকল্পটি ২য় পর্যায় হিসেবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে ।
৮।	জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯)	ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।
৯।	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর অধিবাসীদের দারিদ্র হতে উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	মন্ত্রণালয়ের যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রস্তাবিত।
১০।	আরডিএ-উদ্ভাবিত মডেলসমূহ সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ছিটমহলবাসীদের উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯)	ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।
১১।	সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বে পল্লী পর্যটন মডেল উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জনগনের জীবনমানের উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৮)	মন্ত্রণালয়ের যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রস্তাবিত।
১২।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় কৃষি যন্ত্রপাতি প্লান্ট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	চলতি অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ বিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত। গণপ্রজাতন্ত্রী বেলারুশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের পিডিপি ইআরডিএত প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আরডিএ কৃষি যন্ত্রপাতি ওয়ার্কসপ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সবুজ পাতায় তালিকাভূক্ত। এটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প-বেলারুশ সরকার অর্থায়ন করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে ।

৪.৫ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স যাত্রা শুরু করে। দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় ''বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স''। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার স্বার্থে কমপ্লেক্সটিকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে উন্নীত করা হয় এবং এটির নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)' Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD)। ১৬ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১২ সালের ৮ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ প্রণীত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাপার্ড-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন

বাপার্ড-এ বঙ্গবন্ধু'র ম্যুরাল

ভিশন

গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন।

মিশন

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর।

একাডেমি'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান, কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম

নিরসন বিষয়ক গবেষণা ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা এবং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা প্রদান করা।

একাডেমি'র জনবল

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর মূল কাজ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন। একাডেমির অনুমোদিত জনবল ১০০ জন । বর্তমানে ১জন মহাপরিচালক, ১জন উপ পরিচালক ও ২ জন সহকারী পরিচালকসহ ৩৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। ৮ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে বাপার্ড এর কর্মকর্তা ও কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা-২০১৫ প্রণীত হয়।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিতে ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। তন্মধ্যে কম্পিউটার, পোশাক তৈরী, কৃষি, মৎস্য, পশু পালন ও হাউজ ওয়্যারিং বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, জেন্ডার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক সাধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ অগ্রগতি

একাডেমিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৭১টি ব্যাচে ২,১৪৬ জন সুফলভোগী, ৯টি ব্যাচে ২৯১জন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৭১৫জন সুফলভোগী, বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রায় ১১টি কর্মশালা, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

আইএমইডি এর সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার বাপার্ড-এ চলমান প্রকল্প পরিদর্শন করছেন

বঙ্গবন্ধু পিএটিসি-ইআরএম (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের তথ্য

১। প্রকল্পের নামঃ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।

২। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)। কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

৩। অবকাঠামোসমূহের নকশা প্রণয়নঃ স্থাপত্য অধিদপ্তর

৪। অবকাঠামো নির্মাণঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৫। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১০- জুন/২০১৮খ্রিঃ।

৬। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩২৬৮৪.৭১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের অগ্রগতি

১। বর্তমান ৩০.০০ একর ভূমির অতিরিক্ত ৭.১৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

২। ১০তলা প্রশাসনিক ভবনের বেজমেন্টের ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং হোস্টেল ভবনের ২৮৪টি পাইল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩। প্রকল্পের আওতায় অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত করা হয়েছে।

৪। প্রকল্পের ৪৪ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৫। ভিআইপি রেস্ট হাউজ সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
৬। প্রকল্পের অর্থায়নে ৬২১জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাপার্ড প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২টি ১০ তলা ভবনের চলমান কার্যক্রম

৪.৮ পল্লী দারিদ্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর, উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ০৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫২টি জেলার ৩৫১টি উপজেলার ৩৯৬টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় সরকারী অর্থায়নে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ''দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্পের মাধ্যমে ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় ২,০৫,২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ১০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ মহিলা।

পিডিবিএফ এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরুপ

১। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

পিডিবিএফ গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে সয়ম্ভর ও উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৮০২ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ আদায় হয়েছে ৮৪০.৫৬ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের হার ৯৮%। এ কার্যক্রমে প্রায় ৯ লক্ষাধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড যেমন- গাভীপালন, মৎস চাষ, শাকসবজি চাষ, নার্সারী, মুরগী পালন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রায় ৪৫ লক্ষ উপকারভোগীদের সরাসরি আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SELP)

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা' সংগ্রহ করতে সক্ষম হন না। পিডিবিএফ যেহেতু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তাই এই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান সহ অন্যান্য কারিগরি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আয় এবং আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৬৬.২২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের (SELP) মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

৩। সঞ্চয় কার্যক্রম

পিডিবিএফ এর সুফলভোগীদের জন্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পিডিবিএফ সমিতির সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সঞ্চয় আদায় করে সদস্যদের পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। পিডিবিএফ এ সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয়, মেয়াদী সঞ্চয় নামে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প আছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মোট ৩৮১.৫১ কোটি টাকা সঞ্চয় জমা আছে।

৪। কার্যক্রম

(ক) সদস্য প্রশিক্ষণঃ দরিদ্র ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্ঠির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপশি নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রদান করা হয়ে থাকে। পিডিবিএফ এর সকল সুফলভোগীদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পিডিবিএফ মোট ৫৪৭ ব্যাচে ১৩,৬৭৫ জন সুফলভোগী সদস্যদের ২৭,৩৫০ জনদিবস নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে আসা সুফলভোগীগণ পিডিবিএফ এর বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে কিভাবে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করেছেন সে বিষয়েও পারস্পারিক আলোচনা ও স্মৃতিচারণ করেন। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ পিডিবিএফ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পিডিবিএফ শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ২,৪৭,০৫৮ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পিডিবিএফ বরিশাল অঞ্চলের বরিশাল সদর কার্যালয়ে ২দিন ব্যাপি নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

উঠান বৈঠকে সাপ্তাহিক ফোরাম পরিচালনা করছেন পিডিবিএফ মাঠ কর্মী

(খ) ফোরাম/উঠান বৈঠকঃ সমিতির সকল সদস্যকে সপ্তাহে একবার ফোরাম/উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রায় সকল সদস্যকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্যানিটেশন, পরিবেশ, বনায়ন, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম, নারীর আইনগত অধিকার ও ক্ষমতায়ন, জেন্ডার, সামাজিক সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানসহ সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

(গ) কর্মী প্রশিক্ষণঃ পিডিবিএফ দক্ষ কর্মী বাহিনী সৃষ্টির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৩,৬৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পিডিবিএফ এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা এবং বাইরের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মানব সম্পদ উন্নয়নের এই মহান কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করছে। এছাড়া পিডিবিএফ এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল পর্যায়ের প্রতিটি সহকর্মীর উপস্থিতিতে অঞ্চলভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও যোগাযোগ কর্মশালা করে থাকে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কর্মশালায় পিডিবিএফ এর সকল করণীয় নির্ধারণ করা হয়। এতে সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্ম পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং পিডিবিএফ সহজেই কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

(৫) পল্লী রঙ

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে পিডিবিএফ। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করে আসছে। ইতোমধ্যে আগাঁরগাওয়ে সমবায় ভবনের ডিসপ্লে সেন্টারে পল্লী রঙ নামে একটি প্রদর্শনী ও বিপণন কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে পিডিবিএফ। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের বিকাশ ও বিপণনে মধ্যস্বত্বভোগীর হাত বাদদিয়ে সরাসরি গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ পল্লী রঙ নামে বিপণন কেন্দ্রটি চালু করে। পল্লী রঙ চালুর ফলে বাজার সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির পণ্য সামগ্রী সরাসরি বাজারে প্রবেশাধিকার পেল। পিডিবিএফ এর সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বড় বড় শো-রুমে প্রবেশাধিকার পেল। এতেকরে গ্রামীণ ক্ষুদ্র কুটিরে তৈরি বিভিন্ন হাতের কাজের শাড়ী, লুঙ্গি, থ্রি-পিছ, পাঞ্জাবী, ছোট ছেলে-মেয়েদের পোষাক, বিভিন্ন গৃহসামগ্রী, কাঠের তৈরি শো-পিছ, পাপোষ, ওয়ালমেট, পোড়ামাটির

দ্রব্যাদি, সুলভ মূল্যে ক্রেতা সাধারণের হাতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। পল্লী রঙ চালুর ফলে সারা বাংলদেশে পিডিবিএফ এর প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ্য গ্রামীণ সদস্য ও তাদের পরিবার উপকৃত হচ্ছে। ক্রেতা সাধারণ সুলভ মূল্যে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী কিনতে পেরেও ভীষণ খুশি ।

পিডিবিএফ প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নিজস্ব ও সরকারী অর্থায়নে নিম্ম লিখিত বেশ কয়েকটি প্রকল্পও পরিচালনা করে আসছেঃ

প্রকল্প-১ পিডিবিএফ সৌর শক্তি প্রকল্প

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী "সবার জন্য বিদ্যুৎ" এই সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ ইতোমধ্যে দেশের ২৩টি জেলার ১৩০টি উপলোয় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৯,৭৪৩টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করে প্রায় ৪৯ হাজার জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে। সৌর বিদ্যুৎ এর-মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৮.০৫ গি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ এর আলো ব্যবহারের ফলে দরিদ্র মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যুতের আলোতে লেখাপড়া করে উন্নত জীবন গঠনের সুযোগ পাচ্ছে। সেই সাথে পিডিবিএফ জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রকল্প-২ সম্প্রসারণ প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্পটি ২৮৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় ২,০৫,২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ১০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ
(ক) ঋণ সহায়তা প্রদান, পুজি গঠন, নারী উন্নয়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিধান
(খ) সুফলভোগী সদস্যদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
(গ) সামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
(ঘ) প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ঋণ এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান
(ঙ) কর্মীদের দক্ষতা ও সমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
(চ) সুফলভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং
(ছ) সুফলভোগী সদস্যদেরকে সরকারী, বেসরকারী অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর উপজেলার অষ্টগ্রাম উত্তরপাড়া মহিলা সমিতি, পরিদর্শন করছেন অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, মহাপরিচালক, আই এম ই ডি শেরে-বাংলা নগর ঢাকা এবং পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহবুবুর রহমান।

প্রকল্প-৩ বাংলাদেশের জলবায়ু দুর্গত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প
(Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর অর্থায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক (Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh.) শীর্ষক প্রকল্পটি উপকূলীয় এলাকার ৮টি জেলার মোট ২০টি উপজেলায় (শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ, মঠবাড়ীয়া, মনপুরা, পাথরঘাটা, বামনা, বেতাগী, বরগুনা সদর, আমতলী, পটুয়াখালী সদর, বাউফল, কলাপাড়া, দশমিনা, গলাচিপা, মেহেন্দীগঞ্জ, কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা, শ্যামনগর, ও আশাশুনি) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা।

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য ছিল উপকূলীয় অঞ্চলে জৈব জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাস করার মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বন নিঃস্বরণ কমিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা এবং মানুষের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো। এছাড়া প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ ছিল গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে নবায়নযোগ্য শক্তি পৌঁছে দেওয়া, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম সৃষ্টি করা, পিডিবিএফ এ নবায়নযোগ্য শক্তি কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মধ্যে একটা মেলবন্ধন তৈরী করা, উপকূলীয় এলাকার জীবন যাত্রার মানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষতিকর কার্বন নিঃস্বরণ হ্রাসকরণ।

বর্ণিত প্রকল্পটি চলমান থাকা অবস্থায় জনসাধারনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সোলার সিস্টেমকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশে ৬৪০টি সোলার সিস্টেম বিনা মূল্যে বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, মসজিদ, মন্দির, ক্লাব ঘর, বিভিন্ন অফিস ইত্যাদি) স্থাপন করা সহ সর্বমোট ৬৪০০টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

ক্লাইমেট চেইঞ্জ ইউনিটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ দিদারুল আহসান পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশের জলবায়ু দুর্গত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয় প্রকল্প পরিদর্শন কালে আমতলী কার্যালয়ে সোলার হোম সিস্টেম হস্তান্তর করছেন।

প্রকল্প-৪ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম স্থাপন
“Installation of Solar Systems at Union Information and Service Center (UISC)”

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এরই মধ্যে আরো একটি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সম হয়েছে। প্রকল্পটি হচ্ছে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম স্থাপন ‘‘Installation of Solar Systems at Union Information and Service Center (UISC)” শীর্ষক প্রকল্প। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রোগ্রামের অর্থায়নে পিডিবিএফ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউআইএসসি (বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা ইউডিসি) থেকে গ্রামীণ জনসাধারণ যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তথ্য ও সেবা পেতে পারে সেজন্য গ্রীড সুবিধার পাশাপাশি সহায়ক (ব্যাকআপ) হিসেবে ইউআইএসসিসমূহে সৌরবিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

নারায়নগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক বিভিন্ন ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের মধ্যে সোলার সিস্টেম বিতরণ করছেন

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জৈব জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাস করার মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বন নিঃস্বরণ কমিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা সহ মানুষের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। এছাড়াও ইউআইএসসি থেকে গ্রামের জনসাধারণ নিরবিচ্ছিন্ন তথ্য সেবা পাচ্ছে, গ্রামীণ জনগণের তথ্যভান্ডারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়েছে, ইউআইএসসির উদ্যোক্তাদের কর্মদতা ও উপর্জন বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজ আরও বেগবান হয়েছে। বিগত জুন, ২০১৫ মাসে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের আওতায় শতভাগ ভৌতিক কাজ অর্থাৎ ৩,২০৮টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম স্থাপনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সোলার সিস্টেম স্থাপন পরবর্তী তদারকী, সেবা প্রদান এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তাদেরকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আগামী জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্প- ৫ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বাংলদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৭.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে পিডিবিএফ এর ই-সেবা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ০৮টি বিভাগের ৫২টি জেলায় ৩৯৬টি উপজেলা /কার্যালয়ে উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্পুর্ন সরকারী অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৮.৮০ কোটি টাকা। প্রধান কার্যালয় ঢাকা সহ সারা দেশে ১১টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে পিডিবিএফ এর সহকর্মী ও সুফলভোগীদের বিনামূল্যে আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকগণ এ সকল আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

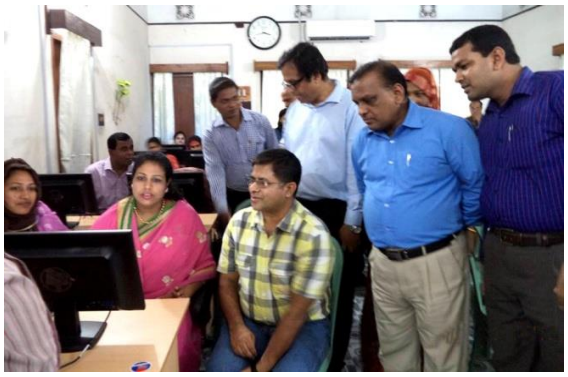

পিডিবিএফ, খুলনা অঞ্চলের আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করছেন জনাব এ কে এম বদরুল মজিদ, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রকল্প- ৬ সোলারের মাধ্যমে পানি বিলবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ১১টি উপজেলায় সোলারের মাধ্যমে পানি বিলবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প (পাইলটিং) কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৩ মাসের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, এর ফলে ১৫৮টি স্পটে ২৯১টি সোলার বিলবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্যানেল স্থাপন করে দরিদ্র জনপদে সুপেয় পানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে। অনুরুপভাবে ২য় পর্যায়ে ৯টি জেলার ১৮টি উপজেলায় সোলার পানি বিলবণীকরণ প্যানেলের মাধ্যমে ২,১৬০টি প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্প-৭ পিডিবিএফ সোলার সেচ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) IDCOL এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সোলারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় ১টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নবায়ন যোগ্য শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় ৫০ একর জমিতে সারা বছর সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এক বা একাধিক ব্যক্তি মিলে এই সেচ প্রকল্পের সর্বমোট মূল্য পরিশোধ করে ক্রয় করতে পারবেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে প্রায় ২০ বছর নিরবিচ্ছিন্ন সেচ সুবিধা পাওয়া যাবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় আরো ৫টি সোলার সেচ স্থাপনের কাজ চলছে।

৪.৯ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

ভূমিকা

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় । প্রতিবেদনে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি ‘গ্রহণকারী ব্যবস্থা’ গড়ে তোলা এবং ‘প্রদানকারী ব্যবস্থা’কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয় ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ), ময়মনসিংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া-এর মাধ্যমে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার সদর উপজেলাসমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয় । এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সরকারি খাতে ‘জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র সূচনা হয় ।

পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের আওতায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯-২০০৪ পর্যায়ের মেয়াদ শেষে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পটিকে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের বিধানমতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মস্‌সমূহের পরিদপ্তর হতে ‘নিবন্ধন' গ্রহণের মাধ্যমে ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' নামে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয় ।

রূপকল্প

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্তার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সামাজিক এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

৩. কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;
২। সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
৪। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
৫। সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম যেমনঃ সুফলভোগী সদস্যের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, পুষ্টি-স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগীতা প্রদান।

ফাউন্ডেশনের কর্ম-এলাকা

ফাউন্ডেশনের 'Memorandum and Articles of Association' অনুসারে দেশের সমগ্র এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা হয় । ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের জন্য ৫০.০০ কোটি টাকা তহবিল সংস্থানের সুপারিশ করা হয় ।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' নিয়ে শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে 'টাস্ক ফোর্স' সুপারিশ অনুসারে তহবিল সংস্থানের অভাবে কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় দফা আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে মোট ২৪.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প' গ্রহণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা ও চাঁদপুর জেলার ৬০টি উপজেলায় জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে মোট ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ২৬টি জেলার ১১৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ।

ব্যবস্থাপনা

সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সাধারণ পর্ষদ' রয়েছে। সাধারণ পর্ষদে ৮ জন পদাধিকার বলে এবং ৩ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন। সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'পরিচালনা পর্ষদ' রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে ৫ জন পদাধিকার বলে ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফাউন্ডেশনের তহবিল প্রাপ্তি

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	তহবিল প্রাপ্তির বিবরণ (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)			উৎস
	আবর্তক ঋণ তহবিল	জনবল, পরিচালন ও অন্যান্য (সম্পদ/প্রশিক্ষণ)	মোট (২+৩)	
১	২	৩	৪	৫
২০০৫-২০০৬	৫০০.০০	৩৫০.০০	৮৫০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৬-২০০৭	-	-	-	-
২০০৭-২০০৮	-	-	-	-
২০০৮-২০০৯	৫০০.০০	১০০.০০	৬০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৯-২০১০	৫০০.০০	-	৫০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১০-২০১১	৯২০.০০	৮০.০০	১০০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১১-২০১২	৯২২.০০	১৭.০০	৯৩৯.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১২-২০১৩	-	৮.০০	৮.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৩-২০১৪	১০৪২.৩৬	৬৩৩.৬৮	১৬৭৬.০৪	উন্নয়ন বাজেট
২০১৪-২০১৫	১২৫০.০০	৫৭৫.০০	১৮২৫.০০	
মোট	**৫৬৩৪.৩৬**	**১৭৬৩.৬৮**	**৭৩৯৮.০৪**	-

আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহারের বিবরণ

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

তহবিলের উৎস	প্রাপ্ত আবর্তক ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ	ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়			মাঠে বিনিয়োগকৃত ঋণ স্থিতি (আসল)
			আসল	সার্ভিস চার্জ (১১% হারে)	মোট	
১। অনুন্নয়ন বাজেট	১০০০.০০	১০৩২৬.২২	৮৯৫৮.৭০	৯৮৫.৪৬	৯৯৪৪.১৬	১৩৬৭.৫১
২। উন্নয়ন বাজেট	৪৬৩৪.৩৬	২১১৬৬.৪৫	১৫৯৭৫.৪৭	১৭৫৭.৩০	১৭৭৩২.৭৭	৫১৯০.৯৯
মোট	**৫৬৩৪.৩৬**	**৩১৪৯২.৬৭**	**২৪৯৩৪.১৭**	**২৭৪২.৭৬**	**২৭৬৭৬.৯৩**	**৬৫৫৮.৫০**

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং ২০০৯-২০১৫ সময়ে প্রদত্ত ৪৬.৩৪ কোটি মোট ৫১.৩৪ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । জুন ২০১৫ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে । ২০১৪–১৫ অর্থ বছরে ৭৫০টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১৯০০০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয় । জুন' ২০১৫ পর্যন্ত ৩৫৩০টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১০৩৯৪৮ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । মোট ৪৮টি সমান কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায়

করা হয় । ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৭১৪৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৫৯৩৮.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'১৫ পর্যন্ত ৩১৪৬০.৬৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২৪৯১৪.৪৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৩.২১ ভাগ ।

ভান্‌কি ব্যবসায় খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যার ধান শুকানো কাজ

সবজি চাষ খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যের সবজি বাগান পরিচর্যা

পুঁজি গঠন

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৭১০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয় । এ প্রক্রিয়ায় জুন'১৫ পর্যন্ত ২৪৭৭.৫৩ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয় ।

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৬৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ২৫০০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'১৫ পর্যন্ত ৮৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৭৫৭৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ৯৯,৭৯০ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৬%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ৩০২০২.২৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ২৩৭৮.৪৩ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য নারী সদস্যদের ঋণ পরিশোধের মাত্রা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অধিক। এছাড়া নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ সুফলভোগী সদস্যের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, পুষ্টি-স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগীতা প্রদানে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যথেষ্ট অবদান রয়েছে ।

এক নজরে ফাউন্ডেশনের মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	১৪১	৩৩৮৯	৩৫৩০
২। সদস্যভুক্তি	৪১৫৮	৯৯৭৯০	১০৩৯৪৮
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	৯৯.১০	২৩৭৮.৪৩	২৪৭৭.৫৩
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	১২৫৮.৪৩	৩০২০২.২৫	৩১৪৬০.৬৮
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৯৯৬.৫৮	২৩৯১৭.৮৭	২৪৯১৪.৪৫
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	১০৯.৬২৩৬	২৬৩০.৯৬৬	২৭৪০.৫৯
৭। ঋণ আদায়ের হার (%)	৮৮	৯৩	৯৩
৮। সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ (জন)	৩০৩	৭২৭২	৭৫৭৫

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাফল্য

ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে ১০৩৯৪৮ পরিবার হতে ০১ (এক) জন পুরুষ/মহিলাকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের কৃষি উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংসহান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। সুফলভোগীদের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম মহিলাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহে সরকার হতে কোন অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। সরকার প্রদত্ত মোট ৫১.৩৪ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল'এর মাধ্যমে পরিচালনাধীন ঋণ কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ১১% সার্ভিস চার্জের ১০% অর্থের মাধ্যমে পূর্ণকালীন ৩০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

ত্রিশাল উপজেলার মোছাঃ পারভীন বেগম ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত গাভি পরিচর্যা

চান্দিনা উপজেলার হাড়িখোলা গ্রামের আম্বিয়া বেগম ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত হাঁস পালন

ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম

'দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮টি জেলার ৫৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো

ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, পল্লী ভবন (৭ম তলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প

পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৫টি প্রশাসনিক বিভাগে স্থাপিত ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্পের তৃণমুল পর্যায়ের কার্যক্রম ৫৪টি উপজেলায় স্থাপিত উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ে ০১ জন উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও ০২ জন মাঠ সংগঠক সংশ্লিষ্ট উপজেলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটির কার্যক্রম গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজর, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাঠ কার্যক্রম

প্রকল্প অনুমোদন পরবর্তীতে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পাদন শেষে মার্চ, ২০১৪ হতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয় । জুন ২০১৫ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৫ পর্যমত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	২৯	৬৮৮	৭১৭
২। সদস্যভুক্তি	৬২১	১৪৮৯৭	১৫৫১৮
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	১৪.৫২৩২	৩৪৮.৫৫৬৮	৩৬৩.০৮
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	১১৭.৭৪৩২	২৮২৫.৮৩৭	২৯৪৩.৫৮
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৭৪.০৬২	১৭৭৭.৪৮৮	১৮৫১.৫৫
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৭.৩৩৯৬	১৭৬.১৫০৪	১৮৩.৪৯
৭। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার (%)	১০০	১০০	১০০

ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ

ফাউন্ডেশনটি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও সরকার এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করে না। ফাউন্ডেশনকে নিজের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকতা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ প্রতিমাসে সংস্থাপন ও পরিচালন খাতে প্রায় ৩৯.০০ লক্ষ টাকা মাসিক ব্যয় হয়ে থাকে।

সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য ১১% সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এর ৩ ভাগ অংশ প্রবৃদ্ধির জন্য রেখে ৭ ভাগ থেকে ৩০১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে।

'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে ৭৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১টি জেলার ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিপি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সহসাই ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে।

এছাড়া (১) ৩৯৯২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শীর্ষক ১টি, (২) ২৯০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি' শীর্ষক ১টি, এবং (৩) ৬৫৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নসহ' শীর্ষক ১টিসহ মোট ৩টি প্রকল্প ২০১৫–১৬ অর্থ বছরে এডিপি'তে প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ৩টি প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব ইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার .....

জনাব মোহাম্মাদ আব্দুল কাইউম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম
মহাপরিচালক / নিবন্ধক (অতিরিক্ত সচিব)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।

জনাব আবদুল মতিন
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।

জনাব মোঃ শওকত আকবর
মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড). কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

জনাব আকবর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

জনাব এ এইচ এম আবদুল্লাহ্
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

জনাব মাহবুবর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন।